CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 May, 2020 ■ আগরতলা, ১১ মে ২০২০ ইং ■ ২৮ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভগৎ সিং যুব আবাসকে করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র করার প্রতিবাদে পথ অবরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ, আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। রাজধানীর ভগৎ সিং যুব আবাসকে করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রতিবাদে রবিবার খেজুরবাগানে ভিআইপি রোডে অবরোধ করেন স্থানীয় জনগণ। এই অবরোধকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ স্থানীয় অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করেছে। তাতে মহিলাসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

ভগৎ সিং যুব আবসকে কোভিড চিকিৎসা সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলায় তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় জনগণ। ভগৎ সিং যুব আবাস থেকে করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য জোরালো দাবি জানান স্থানীয় জনগণ। ভগৎ সিং যুব আবাস থেকে বিএসএফ জওয়ানদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য রবিবার সকাল থেকে ভগৎ সিং যুব আবাস এর সামনে ভিআইপি সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় জনগণ। ঘনবসতি এই এলাকায় চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তুলে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত রগী রাখা হলে ওই এলাকায় ভাইরাস সংক্রমিত হবে বলে তারা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

ভিআইপি রোডে টিএসআরের এক জওয়ানকে লাঠিচার্জ করতে দেখা যাচ্ছে পথচারীদের উপর। ছবি নিজস্ব।

রবিবার সকাল থেকে ভগৎ সিং যুব আবাস এর সামনে ভিআইপি সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। স্থানীয় বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। অবরোধ কারীদের বুঝিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করার চেষ্টা করা হলে পরিস্থিতি বেগতিক আকার ধারণ করে। স্থানীয় জনগণ কোনোভাবেই ভগৎ সিং যুব আবাসে করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানদের থাকতে দেওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন প্রশাসনকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা অবরোধকারীদের লাঠিচার্জ করে। তাতে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ-জনতা খন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন অবরোধকারী আহত হন। আহত অবরোধকারীদের জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপের ফলে অবরোধ মুক্ত হয় ভিআইপি সড়ক। এলাকার বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস স্থানীয় জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এখানে চিকিৎসা সেন্টার গড়ে তোলা হলে কোন ধরনের অসুবিধা হবে না।

অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ভগৎ সিং যুব আবাসে করোনা আক্রান্ত রোগীদের রাখা হয়েছে। আর এই কেন্দ্র থেকে বহু স্বাস্থ্য কর্মী বাইরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ফের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.) ।। দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে আগামী ১১ মে অর্থাৎ সোমবার দুপুর তিনটের সময় প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এক টুইট বার্তায় জানানো হয়েছে যে পঞ্চম বারের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সোমবার দুপুর তিনটে সময় প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে চারবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেবারও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠক হয়েছিল। আশা করা যাচ্ছে এই বৈঠকে লকডাউনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজ্যগুলির প্রশাসনের মতামত জানার জন্য এই বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ট্রেনের ভাড়া প্রসঙ্গে চূড়ান্ত তরজা শুরু হয়। যার রেশ এখনও কাটেনি। অন্যদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯ শিশু ও ৬ মহিলা সংক্রমিত

রাজ্যে করোনায় নতুন আক্রান্ত ১৬ জন, সবাই বিএসএফ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। ত্রিপুরায় নতুন করে ১৬ জনের করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাঁরা সকলেই বিএসএফ পরিবারের সদস্য। তবে ওই ১৬ জনের মধ্যে ৬ জন মহিলা এবং ৯ জন শিশু রয়েছে। বাকি ১ জন বিএসএফ আধিকারিক। সবমিলিয়ে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২। তাঁদের মধ্যে করোনা আক্রান্ত দুজন বর্তমানে ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন। এছাড়া, দুই জন সুস্থ হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার রাতে টুইট করে এই খবর দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত নয় দিনে এ-নিয়ে ১৪৯ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে ত্রিপুরায়। গত শনিবার প্রথম বিএসএফ-এর দুই জওয়ান করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট এসেছিল। এর পর থেকে আট দিনে ১৪৭ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। অবশ্য শুক্রবার তাদের মধ্যে একজন ট্রাকচালক আক্রান্তের তালিকায় ছিলেন। তিনি বর্তমানে অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ রাতে টুইট বার্তায় বলেন, ত্রিপুরায় আরও ১৬ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁরা সকলেই ধলাই জেলা সদর আমবাসায় জওহরনগরস্থিত বিএসএফ ৮৬ ব্যাটালিয়নের জওয়ান। তাঁর কথায়, ধলাই জেলায় এখনও কোনও সাধারণ মানুষ করোনা-য় আক্রান্ত হননি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত পরীক্ষা হচ্ছে। সে মোতাবেক কমলপুর মহকুমায় ধলাই ঘাট বিওপি-র বিএসএফ ৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নের ৭৫ জন জওয়ানের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাদের সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

স্ত্রী হত্যায় অভিযুক্ত পলাতক স্বামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের মিলন চক্র এলাকায় অনিমা চক্রবর্তী হত্যাকান্ডে জড়িত তার স্বামী গৌতম চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পশ্চিম প্রতাপগড় এলাকার স্টিল ব্রিজ এর কাছে একটি গাছের নিচে ঘুমিয়ে ছিল গৌতম চক্রবর্তী।

সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য পারিবারিক কলহের জেরে গত শুক্রবার রাতে ভাড়া বাড়িতে গৌতম চক্রবর্তী তাঁর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের প্রথম করোনা আক্রান্তদের ছুটি দেওয়ার সময় এসেছে ঃ এসিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। করোনা সংক্রমিত রোগীর হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকার নয়া নীতি নির্দেশিকা জারি করেছে। সে অনুযায়ী আগামী মঙ্গল কিংবা বুধবার বিএসএফ-এর প্রথম দুই জওয়ানকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। কারণ, তাঁরা বর্তমানে সুস্থ এবং করোনা সংক্রমণের কোনও লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তবে, তাঁদের পুনরায় পরীক্ষা করে ছুটি দেওয়ার বিষয়ে আগামীকাল চিকিৎসকদের সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রবিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (এসিএস) এস কে রাকেশ এই তথ্য দিয়েছেন।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার করোনা আক্রান্তের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার নতুন নীতি নির্দেশিকা জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, করোনা-র লক্ষণ নেই এমন রোগীকে ১০ দিন হাসপাতালে রেখে ছুটি দেওয়া যাবে। সে-ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তাঁর কথায়, ছুটি হওয়ার পর আরও ১০ দিন বাড়িতে একান্তবাসে থাকবেন ওই রোগী। তবে মাঝে জটিলতা দেখা দিলে তাঁকে পুনরায় হাসপাতালে ভর্তি করা হবে।

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বলেন, বিএসএফ-এর প্রথম আক্রান্ত দুই জওয়ানের হাসপাতালে ভর্তির ১০ দিন পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাই, আগামী মঙ্গল কিংবা বুধবার তাদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তিনি জানান, ওই দুই বিএসএফ জওয়ানের নমুমা পরীক্ষা করে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার বিষয়ে আগামীকাল চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবেউ সাথে তিনি যোগ করেন, বিএসএফ-এর অন্য অনেক রোগীর হাসপাতালে ১০ দিন পূর্ণ হওয়ার

উত্তর সিকিমে চিন ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতাহাতি, আহত দু'পক্ষেই, উত্তেজনা

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.)।। ভারত ও চিনা সেনাবাহিনীর মধ্যে হাতাহতি। দুই তরফের আহত বেশ কয়েকজন জওয়ান। তবে আঘাত গুরুতর নয় বলে জানানো হয়েছে সেনাবাহিনীর তরফে। এই ঘটনার জেরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর সিকিমের ভারত-চিন সীমান্তে।

প্রসঙ্গত, এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও দুই তরফের বাহিনী টহল দেওয়ার সময় হাতাহাতি হয়েছে ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তা কখনই ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে শনিবার উত্তর সিকিমের নাকুলা সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত কাছে টহল দেওয়ার সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী চিনা সেনাবাহিনীর মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া জেনারাইপাড়াকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০মে।। ত্রিপুরার গন্ডাছড়া জেনারাইপাড়াকে করোনাজনিত কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। কারণ গতকাল করোনা আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত বিএসএফ-এর ৮৬ ব্যাটালিয়ন-এর এক জওয়ান গন্ডাছড়া জেনারাইপাড়া বিওপি-তে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। তাই ওই বিওপি-র ৪৩ জন জওয়ানের নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রবিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ।

এদিন তিনি বলেন, গতকাল ১৭ জন বিএসএফ জওয়ানের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে এক জওয়ান গন্ডাছড়া জেনারাইপাড়া বিওপি-তে ১৫ দিন কর্মরত ছিলেন। তাই ওই বিওপি-র ৩ কিমি এলাকাকে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ওই এলাকাটি পুরো জঙ্গলে ঘেরা। সেখানে সাধারণ মানুষের বসবাস নেই। কিন্তু ওই বিওপি-তে কর্মরত রয়েছেন ৪৩ জন জওয়ান। তাঁদের নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, আমবাসার জওহরনগরে অবস্থিত বিএসএফ ১৩৮ এবং ৮৬ ব্যাটালিয়ন-এর মুখ্য কার্যালয়ে সকলের নমুনা সংগ্রহ হয়ে গেছে। তবে নতুন ১৭ জনের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁদের খুঁজে বের করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, আজ ৪৫০টি নমুনা পরীক্ষা চলছে। রাতের মধ্যেই রিপোর্ট এসে যাবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ধলাই জেলায় আজ নতুন করে ২৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে সাধারণ জনগণের নমুনা রয়েছে ২০টি।

নয়াদিল্লি থেকে নির্দিষ্ট রুটে রেলের যাত্রী পরিষেবা শুরু হচ্ছে ১২ মে

তালিকায় রয়েছে আগরতলাও

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.)।। সাধারণ নাগরিকদের জন্য সুখবর। ভারতীয় রেলওয়ে ক্রমান্বয়ে যাত্রী পরিষেবা শুরু করতে চলেছে। আগামী ১২ মে থেকে ১৫ জোড়া ট্রেন নির্দিষ্ট রুটে যাতায়াত করবে। সে মোতাবেক আগামীকাল বিকেল ৪টা থেকে টিকিটের বুকিং শুরু হবে। আজ রবিবার রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এক টুইট বার্তায় এই ঘোষণা করেছেন।

করোনা-র প্রকোপে সারা দেশে লকডাউন চলছে। ফলে ট্রেন ও বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় রেলওয়ে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন শুরু করেছে। এছাড়াও, বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্যও বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে।

এখন ভারতীয় রেলওয়ে সাধারণ যাত্রী পরিষেবায় নির্দিষ্ট রুটে উভয়দিকে ১৫ জোড়া ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১২ মে থেকে ক্রমান্বয়ে রেলের যাত্রী পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। তাতে নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ ট্রেন ডিব্রুগড়, আগরতলা, হাওড়া, পাটনা, বিলাসপুর, রাঁচি, ভুবনেশ্বর, সেকেন্দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, তিরুবনন্তপুরম, মাডগাঁও, মুম্বাই সেন্টিম আহমেদাবাদ এবং জম্মু তাবি যাতায়াত করবে।

রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আজ টুইট করে জানান, আগামী ১২ মে থেকে রেলওয়ে যাত্রী পরিষেবা ক্রমান্বয়ে শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে নয়াদিল্লি থেকে দেশের বিশেষ কয়েকটি স্টেশনে ১৫ জোড়া ট্রেন যাতায়াত করবে। ওই ট্রেনের টিকিট বুকিং ১১ মে বিকেল ৪টা থেকে শুরু হবে।

রেলওয়ে জানিয়েছে, পরবর্তীতে আরও কিছু রুটে বিশেষ ট্রেন চালু করা হবে। এক্ষেত্রে বগির ব্যবস্থা অনুযায়ী উদ্যোগ নেওয়া হবে। কারণ, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ২০ হাজার বগি উৎসর্গ করা হয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। তাতে প্রতিদিন ৩০০টি ট্রেন ব্যবহার হচ্ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুকে ব্যথা নিয়ে এইমসে ভরতি ডঃ মনমোহন সিং

নয়াদিল্লী, ১০ মে।। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং হাসপাতালে ভরতি। রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। রাত সাড়ে আটটায় তাঁকে দিল্লীর এইমস -এ ভরতি করা হয়েছে। কার্ডিও থোরাসিক ওয়ার্ডে আছেন তিনি। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি।

বিস্তর পরিমান নেশা সমগ্রীসহ আটক ব্যাপারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ মে।। লককডাউন চলাকালীন সময়ে ক্রেতা সেজে এক ড্রাগস ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে সমঝে দিলেন পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির এক সাহসী যুবক। আটক ড্রাগস ব্যবসায়ীর নাম কালাম উদ্দিন।পিতার নাম ছালাম উদ্দিন।বাড়ি পাথারকান্দি থানাধীন মধুরবন্দ এলাকায়।তাকে পাঁকড়াও করা সাহসি যুবকের নাম বিশ্বজিৎ সিনহা। বাড়িপাথারকান্দিতে।ধৃতের বিরুদ্ধে পুলিশ এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা হাতে নিয়ে আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করলে আদালতের নির্দেশে তার ঠাঁই হয় জেল হাজতে।

অভিযোগ মতে গতকাল বিকেল আনুমানিক সাড়ে তিনটে নাগাদ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন ব্লক সিঙ্গারী এলাকার এক গোপন ডেরায় ড্রাগস বিক্রি করছিল কালাম। তৎক্ষণাৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়িতে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ মে।।-দায়সারা মনোভাবে রাজ্যের সচিব এস কে রাকেশ। আজ বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আগরতলা অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশ। উনার সাথে ছিলেন উত্তর

চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট পরিদর্শন করলেন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশ। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

প্রবেশদ্বার অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চুড়াইবাড়ি সফর করে গেলেন অতিরিক্ত মুখ্য থেকে রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়ির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সরজমিনে আসেন রাজ্যের জেলার জেলাশাসক রেবেল হেমেন্দ্র কুমার, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

বর্তমানে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি হু হু করে বাড়ছে।আর বহিরাজ্য থেকে পন্যবাহী লড়ি চালক,সহ চালক ও যাত্রীদের শরীরের করোনা পজেটিভ সংক্রমণ আছে কিনা তা সনাক্ত করতে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিশেষ টিম বসানো হয়েছে চুড়াইবাড়ি সেল ট্যাক্স কমপ্লেক্সের ভিতরে। কিন্তু সেখানে ঢিলেমি থাকার কারনে যাত্রী ও চালকদের দীর্ঘ লাইন লেগে থাকে। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব প্রথমে চুরাইবারি সেলটেক্স কমপ্লেক্সের ভেতরে করোনা ভাইরাস স্ক্যানিং সেন্টারের স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে কথা বলেন।

তারপর ছুটে যান চুড়াইবাড়ি থানার সামনে। সেখানে রাজ্যে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়া লড়ি কিভাবে আসা-যাওয়া করছে তা নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২০৯ ◘ ১১ মে ২০২০ ইং ◘ ২৮ বৈশাখ ◘ সোমবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সংক্রমনের উৎস নিয়া ধন্দ

ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রথম দিকে দুইজন করোনা আক্রান্ত সনাক্ত হয়। তাঁহারা সুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার মানুষ ভাবিয়াছিল এই প্রান্তিক রাজ্যটি বাঁচিয়া গিয়াছে। করোনা কাবু করিতে পারিবে না। কিন্তু না, জওহরনগর বিএসএফ ক্যাম্পেই একের পর এক জওয়ান করোনা আক্রান্ত হন। সেই সংখ্যা বাড়িয়া আজ ১৩৬ এ দাঁড়াইয়াছে। যতজন সনাক্ত হইয়াছেন সবাই বিএসএফ জওয়ান। প্রশ্ন উঠিয়াছে কিভাবে বিএসএফ জওয়ানরা সংক্রমিত হইল তাহা কিন্তু এখন স্পষ্ট হইল না কেন? যেহেতু ত্রিপুরায় আক্রান্ত সকলেই একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর সেক্ষেত্রে বাহিনীর শীর্ষরা নিশ্চয়ই তাহা তদন্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন সংক্রমনের উৎস কোথায়। এই বিষয়টি যতক্ষণ স্পষ্ট হইবে না৷ বা বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ঝাড়িয়া কাশিবেন না ততক্ষণ তো করোনার বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন। রাজ্য সরকারও এখনও স্পষ্ট করে নাই যে, করোনা সংক্রমনের উৎস কোথায়? কিন্তু, দুর্ভাগ্যের হইলেও ইহাই সত্যি যে, কি রাজ্য সরকার বা বিএসএফ করোনা সংক্রমনের উৎসের বিষয়ে নীরব থাকিতেছেন। ইহা চরম দুর্ভাগ্যের ঘটনাই বলিতে হইবে। করোনায় এত এত জওয়ান আক্রান্ত হইল গোটা ত্রিপুরার মানুষ আতংকিত বিধ্বস্ত সেখানে করোনা সংক্রমনের উৎস কি তাহা স্পষ্ট করা হইতেছে না। এত এত জওয়ান করোনা আক্রান্ত হইবার পরও বিএসএফের নীরবতায় রহস্য বাড়িতেছে।

বিএসএফ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাহারা রাজ্যের নির্দেশ মানিতে বাধ্য নহে। করোনা আক্রান্ত সম্পর্কে বা সংক্রমনের উৎস সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে নিশ্চয় রিপোর্ট পাঠানো হইয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে। ত্রিপুরায় বিএসএফ রেকর্ড গড়িয়াছে। প্রান্তিক এই রাজ্যের মতো এমন রেকর্ড আর কোনও রাজ্যে দেখা যায় নাই। আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানের যাতায়াত ছিল কমলপুরে। সেখানে দুই ওয়ার্ড একেবারে নাকাবন্দী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ আতংকিত। সাধারণ নাগরিকরা সংক্রমিত জওয়ানদের দ্বারা সংক্রমনের আশংকায় বিচলিত। আর এই বিচলিত অবস্থায় রাজ্যের মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। বিএসএফ জওয়ানরা ত্রিপুরাতে এইভাবে সংক্রমিত হইয়া পড়ায় সবগুলি বিএসএফ ব্যাটেলিয়ানই শংকিত থাকিবার কথা। ত্রিপুরা কার্য্যত করোনা মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিএসএফের জওয়ানদের মধ্যে গণহারে করোনা আক্রমণের ঘটনার পরও বিএসএফ শীর্ষ কর্তৃপক্ষের নীরবতা সমস্যা বাড়াইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই সংক্রমন নিয়া নানা মুণির নানা মত দেখা যাইতেছে। একাংশ মহল মনে করিতেছে সীমান্ত এলাকা হইতে সংক্রমিত হইতে পারে করোনা। আর একটা মহল মনে করিতেছে সংক্রমিত কোনও জওয়ান হইতে এই গণসংক্রমণের ঘটনা।

এই গণহারে জওয়ানদের সংক্রমণের বিষয়টি নিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি অনুসন্ধান করিতে হইবে। এত এত জওয়ান আক্রান্ত হইয়াছে। কিভাবে তাহা হইল, এই জন্য দায়ী কে তাহাই এখন সবচাইতে জরুরী। সেই সংক্রমনের উৎসের সন্ধান পাইলে করোনা মোকাবেলা আরও বেশী সুবিধা আনিয়া দিত। সংক্রমনের উৎসের সন্ধান না পাইলে অন্ধকারে হারাইতে হইবে। সঠিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোল যাইবে না। এই সহজ কথাটি না বুঝিবার কোনও কারণ নাই।

নেই মাইনে, চরম আর্থিক অনটনের সম্মুখীন পরিচারিকারা

কলকাত, ১০ মে (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের মতোই আর্থিক দুর্ভোগে রয়েছে পরিচারিকারা। লকডাউনেরর জেরে তারা লোকের বাড়িতে কাজে যেতে পারছে না। দুই মাসের বেশি সময় হয়ে গেলেও মেলেনি মাইনে। ফলে ধীরে ধীরে অনাহারের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা।

শিয়ালদহ স্টেশনে ভোরের দিকে বিভিন্ন ট্রেনে করে ওরা আসত।দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ দুর্গাপুর।উত্তর ২৪ পরগনা বারাসাত, অশোকনগর, হাসনাবাদ।এমনকি নদিয়া জেলার থেকেও তারা রুজিরুটির সন্ধানে তিলোত্তমা কলকাতায় এসে লোকের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর মোছার কাজ করত। কিন্তু করোনা এসে তা সব স্তব্ধ করে দিয়েছে। প্রায় দুই মাস ধরে নেই কোনও বেতন। ফলে তীব্র আর্থিক দুর্ভোগের মুখে পড়েছে পরিচারিকারা। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সারা বাংলা পরিচারকা সমিতির সভানেত্রী লিলি পাল জানিয়েছেন, আগামী ছয় মাসের জন্য পরিচারিকাদের সরকারের তরফ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া উচিত। ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে সরবরাহ করার পাশাপাশি পরিচারিকাদের সন্তানদের লেখাপড়ার সামগ্রীও সরবরাহ করা উচিত প্রশাসনের।এই দাবিতে ইতিমধ্যেই ১৪ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরে ৭ মে ফের তাকে অনলাইনে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিটি জেলার জেলাশাসক এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মহকুমা শাসকদের কাছেও একই দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। দুই মাসের বেশি সময় হয়ে গেলেও এখনো বেতন পায়নি এই সকল পরিচারিকারা।কার্যত অনাহারের দিকে চলে যাচ্ছে তারা। আর কয়েকদিন পর হয়তো পরিচারিকাদের পরিবারের থেকে মৃত্যু সংবাদ আসতে শুরু করবে।

সরকারের মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্তকে তীব্র কটাক্ষ করে লিলি দেবী বলেন, এতে করে আরও বিড়ম্বনা বেড়েছে।পরিচারিকাদের পরিবারের ছেলেরা রেশনে পাওয়া চাল বিক্রি করে মদ কিনতে যাচ্ছে। এমনকি সঞ্চয় শেষ সম্বলটুকুও তারা এই মদের পেছনে খরচ করে দিচ্ছে। ফলে পরিবারের বাকি সদস্যেরা অভুক্ত থেকে যাচ্ছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিচারিকারা কি সমস্যার সম্মুখীন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিলি পাল জানিয়েছেন, বেশিরভাগ পরিচারিকাই ভাড়া বাড়িতে থাকেন। দুই মাস ধরে ভাড়া দিতে না পারার কারণে বাড়িওলা ঘর ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।লকডাউন উঠে গেলেও যে আগের কাজগুলো তারা ফিরে পাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। মাইনে চাইতে গেলেই মালিকপক্ষ বলছে, 'আমরা নিজেরাই তো কাজ করে নিচ্ছি তোদের আর মাইনে দেব কেন?' আবার যারা ট্রেন বা গণপরিবহনে মাধ্যমে কর্মস্থলে যেত তাদেরকে মালিকপক্ষ মাইনে দিতে চাইলেও দূরত্বের ব্যবধানে তা সম্ভবপর হচ্ছের না। ফলে আলুভাতে, শাক ভাত খেয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে তাদের।

হুগলির জনাই এর বাসিন্দা পরিচারিকা ঝর্ণা দাস জানিয়েছেন, ছেলে রঙের মিস্ত্রি। কিন্তু লকডাউনের জেরে কাজ বন্ধ। ফলে রেশনে দেওয়া চালের উপর ভরসা করে থাকতে হচ্ছে। নাতি অসুস্থ। ডাক্তার দেখানোর কোনও সুযোগ নেই। আলুভাতে বা কোনও সময় ফ্যান ভাত খেয়ে ছয় জনের সংসারে কোন রকমে বেঁচে আছি। স্থানীয় কাউন্সিলর বা প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও সাহায্য মেলেনি।

ডানকুনির সবিতা মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রকল্পে নাম না থাকার কারণে আর্থিক সাহায্য জোটেনি। স্থানীয় কাউন্সিলর দুই কেজি চাল ও ডাল দিয়ে গিয়েছিল। তা দিয়ে কোনরকমে চলছে। দুই মাসের মাইনে এখনো মেলেনি।

উত্তর ২৪ পরগনার নিউ ব্যারাকপুরের বছর ৬০ এর অঞ্জু হালদার জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী জনধন প্রকল্প থেকে ৫০০ টাকা তিনি পেয়েছেন। দু''একটি বাড়ি বাদ দিলে বাকি কেউই মার্চ মাস মাইনে দেয়নি। ফলে অনটনের মধ্যে দিন কাটছে তাদের।

উল্লেখ করা যেতে পারে, লকডাউন ঘোষণা করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে তারা যেন কাজে না আসতে পারা পরিচারিকাদের মাইনে না কাটে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান অনেকেই মানছে না।

স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধে গালিবের নীরব থাকার কারণ

আর কে সিনহা

মির্জা মহাম্মদ আসাদুল্লাহ বেগ খান অর্থাৎ চাচা গালিব নিঃসন্দেহে শতাব্দীর কবি ছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না। তিনি একাধিক শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখে গিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর নিজের শহর দিল্লিতে যখন স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ চলছে তখন তিনি প্রায় নীরব ছিলেন। মেরাট থেকে আসা বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহীরা ১৮৫৭ সালের ১১ মে দিল্লিতে আক্রমণ করেছিল।তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাদা চামড়ার আধিকারিক এবং সাহেবদের তোষামোদকারী ভারতীয়দের হত্যা করেছিল।দিল্লি জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংরেজদের দেখামাত্র কচুকাটা করছিল বিদ্রোহীরা। বাদ পড়েনি ইংরেজ শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জফরের জন্য মোতায়েন থাকা ক্যাপ্টেন ডগলাস এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট সাইমন ফ্রেজারকে বিদ্রোহীরা নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল। বাহাদুর শাহ জফরকে ভারত সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করে দিয়ে এবং দিল্লিকে তাদের অধীনে করে নেয় বিদ্রোহীরা। গালিব নিজে বাহাদুর শাহ জফরের কাছে কাজ করতেন। অর্থাৎ, ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ গালিব তার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তবে কী কী কারণগুলি তাকে কম বেশি কলম চালানো থেকে বিরত রেখেছিল। কথিত আছে যে গালিবের ভাই মির্জা ইউসুফ উন্মাদ ছিলেন। ব্রিটিশরা গুলি করে তাকে হত্যা করেছিল। তবে গালিব এই তথ্য প্রকাশ করেনি। তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর ভাই সাধারণভাবে মারা গিয়েছিলেন। তার ভাইয়ের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে কি তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন? পুরষ্কার, পেনশন, সুবিধা এবং উপাধির জন্য ব্রিটিশদের পেছনে লেগে থাকত গালিব। এই কারণেই তিনি ব্রিটিশদের সম্পর্কে কখনও বিরূপ কথা লেখেননি। ব্রিটিশদের কাছ থেকে পেনশনের সুবিধা পাওয়ার লোভে তিনি এই কাজ করেছিলেন। তবে তা সত্ত্বেও তিনি বাহাদুর শাহ জাফরের অধীনে লালকেল্লায় কাজ করে গিয়েছিলেন। নিজের লেখা কবিতাগুলোতে তিনি সেই সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা এবং ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গ টেনেছেন যা তাকে একজন মহান কবি হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সবদিক দিয়ে দেখলে মনে হয় গালিব একজন সাধারণ মানুষই ছিলেন। সাধারণ মানুষের মতো তার অনেকগুলি দুর্বলতাও ছিল। তার সাতটি সন্তান ছিল। কিন্তু সাতজনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দুঃখের সময় গালিব হাসতে জানতেন। নিজের দুঃখগুলোকে লেখার মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরেছিলেন তিনি। লক্ষণীয় যে গালিব তাঁর সময়ে খুব বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছিলেন, তবুও তিনি খুব দরিদ্র ছিলেন।তিনি সারাজীবন দিল্লির বললিমরণের ভাড়া বাড়িতে থাকতেন।

ইতিহাসবিদরা বলে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজরা বাহাদুর শাহ জফরকে গ্রেফতার করে নির্বাসনে পাঠান। তারপরেই ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার বাড়িয়ে দেয় ইংরেজরা। শোষণ করে হিন্দু ও মুসলমানদের কাছ থেকে কর নেওয়া হত। কর দিতে না পারলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দিল্লি ছাড়তে বাধ্য করা হত। মির্জা গালিবের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। তিনি প্রতি মাসে দিল্লিতে ব্রিটিশদের দুই আনা করে কর দিতেন। গালিব এই সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

হাকিম গোলাম নাজাফ খানকে ১৮৫৮ সালের জুলাইয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন গালিব। দ্বিতীয় চিঠিটি মির মেহেন্দি হুসেন নাজরু শায়ারকে ১৮৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে লিখেছিলেন গালিব। দুটি চিঠিতে গালিব বলেছেন, 'আমি কয়েক সপ্তাহ ধরে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছি না, কারণ দু ''আনা কর দেওয়ার সামর্থ্য আসার নেই।' বাড়ি থেকে বের হলেই দারোগা ধরে নিয়ে যাবে। '' ইয়াদগারে গালিব''-এ মৌলানা হলি লিখেছেন, ''বিদ্রোহের সেই সময়ে গালিব দিল্লিতে থাকাকালীন বাড়ি থেকে বের হতেন না। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আঁচ করতে পেরে গালিব নিজেকে ঘরবন্দী করে রেখেছিলেন। পৃথিবী এখন করোনার কারণে একইভাবে ঘরবন্দী। তিনি বিদ্রোহ নিয়ে কোন লেখালেখি করেছেন এবং নিজের দুঃখ কষ্টের কথাই বেশি লিখে গিয়েছেন।

গালিব দস্তম্বু নামে একটি ডায়েরিতে ১৮৫৭ সালের ১১ মে থেকে ৩১ জুলাই ১৮৫৮ পর্যন্ত বিপ্লবের সময়কাল লিপিবদ্ধ করেছেন।সেখানে তিনি নিজের দুঃখ, কষ্টকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সে যুগে গালিব নীরব থাকলেও, সেই যুগেও দিল্লির এক সাংবাদিক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লিখে চলে ছিলেন। সেই নির্ভীক সাংবাদিকের নাম ছিল মহাম্মদ বকর। তিনি সাহসী ও নিরপেক্ষভাবে তাঁর ''দিল্লী উর্দু পত্রিকা'' তে ব্রিটিশ বাহিনী এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। হিন্দু মুসলমান একতার ওপরই তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এতে বিপ্লবী কবিতাও ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটির একটি কলাম ছিল ''হাজুর-ই-ওয়ালা''। পাঠকদের মধ্যে তা অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পত্রিকাটি চার পৃষ্ঠায় ছাপা হত। প্রতিটি পৃষ্ঠায় দুটি কলাম এবং ৩২ লাইন ছিল। এই পত্রিকায় গালিব লিখত কিনা এমন কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বকর সাহেবও একজন ইসলামী পন্ডিত ছিলেন। তিনি উর্দু, ফার্সি এবং আরবি জানতেন। যাইহোক ১৮৫৭ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশরা দিল্লি দখল করলে বকর সাহেবের সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করে ছিল। ১৮৫৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয় মহাম্মদ বকরকে। আশ্চর্যের বিষয় হল মহাম্মদ বকরের ফাঁসি নিয়ে গালিব কিছুই লেখেননি।

গালিবের সর্বাঙ্গিক ব্যক্তিত্বকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধের সাক্ষী থেকেও তিনি সেই বিষয়ে প্রায় কিছুই লেখেনি। সেই জন্য আবার গালিবকে পুরোপুরি খারিজ করে দেওয়া যায় না।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সৃষ্টির আনন্দে মানুষ

ড. উপমন্যু বসু ও ড. রতন ভট্টাচার্য

কদিন আগেও এটা আমাদের স্বপ্ন ছিল। জন লেনন লিখেছিলেন, একজন একা দেখলে যেটা স্বপ্ন হয় সবাই মিলে দেখলে সেটাই বাস্তব হয়ে উঠে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে ভাইরাস ধ্বংস করার নির্মম খেলাতে মাতে আর যুগ যুগ ধরে মানুষ তার প্রতিবাদে প্রতিরোধে সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠে। কখনো রাজা অডিপাউসের গ্রীসে প্লেগ কখনো তা কালা জ্বর রূপে গোটা ইউরোপ তথা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে কখনও আবার এই ভাইরাস ধ্বসের খেলায় মেতেছে গুটি বসন্তের রূপ ধরে কখনও বা মারণ রোগ যক্ষা আথবা ফ্লু অথবা স্প্যানিশ ফ্লু কখনও মহামারি রূপে দেশে দেশে কলেরা হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ আবিষ্কার করে চলেছে উন্নত থেকে উন্নততর ঔষধ। কিন্তু এখন মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করছে। কল্পনাতেও ছিল না একটি নূতন অজানা ভাইরাস মানুষকে এতটা অসহায় করে তুলবে। এ পর্যন্ত করোনার ভাইরাসের কারণে ২ লক্ষের কাছাকাছি সরকারি হিসেবমত আসলে যে আরও কত বেশি লোক মারা দিয়েছেন। প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ অসুস্থ। আবার কোনও লক্ষণ ছাড়াই অসুস্থ আরও অনেক বেশি। মৃত্যুর কালো ছায়া গ্রাস করেছে গোটা দুনিয়াকে। মারণ ব্যাধিতে বিধ্বস্ত গোটাবিশ্ব। মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। হঠাৎ করেই যেন সাঁড়াশি চাপের মুখে সারা পৃথিবীর মানুষ। এই অবস্থায় কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে প্রাত্যাহিক জীবনে ফিরে আসতে মরিয়া গোটা দুনিয়ার মানুষ। যদিও একনও মেলেনি স্বস্তি। লকডাউন সারা পৃথিবী। লকডাউনের মেয়াদ বেড়েই চলেছে। অথচ সেই ভাবে কোনও আশার আলো এখনও অবধি দেখাতে পারেননি বিশ্বের তাবড় তাবড় গবেষক-বিজ্ঞানীরা। এই অবস্থায় নতুন করে করোনা সংক্রান্ত আশঙ্কার কথা আবার শোনাল মারণ ব্যাধির জন্মস্থান চিন দেশ। সম্প্রতি চিনের জেঝিঅং বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক করোনা নিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন তথ্য উপস্থাপন করেছেন। আর সেই রিপোর্টে উঠে এসেছে নয়া তথ্য। যা শুনলে পিলে চমকে যাবে আপনারও। চিনা বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন। ক্রমশ রূপ পরিবর্তন করছে করোনা ভাইরাস। এছাড়াও পরিবর্তিত আবহাওয়া এবং জলবায়ুর সঙ্গে এই ভাইরাস নিজের অভিযোজন ঘটিয়ে হয়ে উঠভে আরও মারাত্মক। ফলে চিনের থেকেও বেশি মানুষ আক্রান্ত ও মৃত ইউরোপ আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকাতে। অতি সম্প্রতি আমেরিকার কিছু চিকিৎসাবিদ বলছেন যে হাইড্রোক্লোরোকুইন নিয়ে আমেকির প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতকে ধমকালেন তা দেওয়ার ফলেই বেশি করোনা রোগী মারা গেছে। সত্য মিথ্যা পরে যাচাই হবে। যেমন বলা হচ্ছে ভাইরাস ছড়ানোর জন্য সব দায় চিনের। এসব কুটকচালি দূরে সরিয়ে রেখে বিজ্ঞানীরা তাই মরিয়া হয়ে এই মাতত্মক রোগের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য ওষুধের সন্ধান করছেন। গবেষকদের এখন একমাত্র চিন্তা তারা কত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভ্যাকসিন তৈরি করে ফেলবেন এই মারণ রোগের। ভারতে আবার কিছু বিজ্ঞানী (Bacille Calmette Guerin (BCG)) নিয়ে অতি আশাব্দী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা BCG দিয়ে Covid -19 মোকাবিলার তত্ত্ব মানছে না। ভারতের কিছু গবেষক করোনাতে ভারতে সবচেয়ে বেশি মৃত মহারাষ্ট্রে BCG দিয়ে Covid -19 মোকাবিলার কথা বলছেন। ১৭৮টি দেশ নিয়ে গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে যে BCG দেওয়া দেশগুলোতে বেশি থাবা বসিয়েছে করোনা। ইতালীতেও একই কারণ সেই BCG না দেওয়া হয় বলেই ভারত করোনা প্রতিরোধে বেশি সফল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্তা অবশ্য এসব মানতে নারাজ যদিও মহারাষ্ট্রে BCG দিয়েCovid -19 মোকাবিলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আসার কথা এই যে আমরা ভালবাসার জন্য এক হতে না পারলেও ভয়ে সব এক হতে পেরেছি। ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পৃথিবীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) -র উদ্যোগে এককাট্টা হয়ে সই করলেন করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে। সই করলেন ঘোষণা সনদে আমেরিকার (Ranby) ইতালীর (A Albrechi,Luigi Aurisic chio) কানাডার (Jennifer I Bath) অস্ট্রিয়ার (Gerhard Beck) চিনের (Jishua Ling) দক্ষিণ আফ্রিকার (Shabir Madhi) জার্মানির (Cesar Munoz-Fontela) সিঙ্গাপুরের (Anuradha Poonepalli) অস্ট্রেলিয়ার (Damian Purcell) স্পেনের (Lasbel Sola) প্রমুখ বিশ্ব স্বাস্থ্য স্বীকৃত বিজ্ঞানী গবেষকরা। ১১ ফেব্রুয়ারি চিনের ৭ জানুয়ারি শনাক্ত করা (Sars-Cov-2) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে স্বকৃত নাম পেল (Covid-19) সেই থেকে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়ে বিশ্বজুড়ে গবেষণা চলছে। বিভিন্ন দেশ দাবি করছে যে এখানে একটি ভ্যাকসিন তৈরি করা হচ্ছে। এদিকে, আমেরিকার বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন যে তাদের তৈরি ভ্যাকসিনটি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধঘ করতে শক্তির স্তর অর্জন করেছে। পিটসবার্গ স্কুল অফ মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তারা কোভিড -১৯ করোনার ভাইরাসের ভ্যাকসিন অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব শীঘ্রই তৈরি করে ফেলেছে। সার্স এবং মার্স কোরানার ভাইরাসের উপর ভিত্তি করে এই বিশ্ববদ্যিালয়ের বিজ্ঞানীরা ভ্যাকসিনটি তৈরি করেছে। পিটসবার্গ স্কুল অফ মেডিসিনের ডারমেটোলজির প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান লুই ফেলো যে প্রকাসিথ গবেষণাপ্তর বলেছেন যে, এই সার্স এবং মার্স ভাইরাস উভয়ই নতুন জন্মগ্রহণকারী করোনার ভাইরাস কোভিড-১৯ এর সঙ্গে এর অনেক মিল আছে। এ থেকে আমরা শিখেছি যে এই তিনটির স্পাইক প্রোটিনগুলিকে (ভাইরাসের বহিরাগত স্তর) ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাতে মানুষ এই ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারে। ভাইরাসটিকে কীভাবে মারত হবে তা আমরা আবিষ্কার করেতে পেয়েছি। কীভাবে তাকে পরাস্ত করতে হবে তা আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি।

আমরা আমাদের এই ভ্যাকসিনতে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করেছি এবং ফলাফল খুব ইচিবাচক ছিল। বিজ্ঞানীরা এই মারাত্মক রোগের ওষুধের সন্ধান করছেন। স্কুল অফ মেডিসিন বিশ্ববদ্যিালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তারা কোভিড-১৯ করোনার বাইরাসের ভ্যাকসিন খুব শীঘ্রই তৈরি করে ফেলবেন। সার্স এবং মার্স করোনার বাইরাসের উপর ভিত্তি করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ভ্যাকসিনটি তৈরি করেছে। অন্যদিকে (Ivdia Council of Medical Research (ICMR) এর প্রধান ড. রামন গঙ্গাখেদকর বলছেন আক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকার সবার আগে এগিয়ে করোনা প্রতিরোধ ভ্যাকসিন CHADOX1 মানবদেহে প্রয়োগের ক্ষেত্রে। অক্সফোর্জ বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার নেতৃত্বে থাকা অধ্যাপক সারা গিলবার্ট জানান, তিনি নিশিতত করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে এই প্রতিষেধক কাজ করতে। স্কুল জীবন থেকেই মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনার প্রতি ঝোঁক ছিল অধ্যাপক গিলবার্টের ১৯৯৪-এর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আসেন। ২০০৪-এর ভ্যাক্সিনোলজির রিডার হিসেবে নিয়োগ করা হয় তাঁকে। অক্সফোর্ডে ইউম্যান ডেনেটিক্স প্রজেক্টের জন্য এসেছিলেন তিনি। অবশ্য পরীক্ষার স্তরে এখনও সবটা যদিও বিশ্ব আশার আলো দেখতে শুরুঃ করেছে এই CHADOX1 ভ্যাকসিন গবেষণা নিয়ে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালযে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের টিমে কলকাতার গল্‌ফ গার্ডেনের এক চৌত্রিশ বছর বয়সী বঙ্গতনায় চন্দ্রা দত্ত যিনি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি জানালেন যে মানবদেহে প্রয়োগ প্রাথমিকভাবে সফল হলে সেপ্টেম্বরে বা বড়জোর অক্টোবরেই পাওয়া যাবে CHADOX1 ভ্যাকসিন সাধারণত ব্যবহারের জন্য। গোখেলসের স্নাতক চন্দ্র (B Tech) পাশ করেছিল। Heritage Instiute of Technology থেকে লীডস থেকে এমএসসি পড়ে ইংল্যান্ডের নানা জায়গায় কাজ করার পর একেবারে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি। খুব। আনন্দ করেছেন সবাই ভ্যাকসিন মানবদেহে প্রয়োগের পর। বললেন মানবজীবন আরো সুন্দর করাই আমাদের লক্ষ্য। তবে এরকম ভয়ংকর অভিজ্ঞতা নেই। আশা করি গোটা মানব সমাজ এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে আবার স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে পারবে। বার সমীরকান্তি দত্ত সহ অধ্যক্ষ অক্সফোর্ড বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার নেতৃত্বে থাকা অধ্যাপক সারা গিলবার্ট জানান, তিনি নিশ্চিত করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে এই প্রতিষেধক কাজ করবে। ইবোলার প্রতিষেধক তৈরিতে দিশা দেখানো গিলবার্ট এ ধরনের প্রতিষেধক নিয়ে কাজ আগেই করেছিলেন। মার্স-এর প্রতিষেধক নিয়েও কাজ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, এই ভ্যাকসিন মানবদেহে করোনা ভাইরাসের বুিরদ্ধে প্রতিষেধকের কাজ করবে।

কোভিড-১৯ এর মোকাবিলার জন্য তৈরি হচ্ছে 'চাডক্স১' ভ্যাকসিন অক্সফোর্ড টিমের পরিকল্পনা হল পরের মাসে মোট ৮০০ জনের উপর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে দেখা। এই 'চাডক্স১' ভ্যাকসিন প্রয়োগ করার টিম প্রধান ৫১০ জনকে প্রয়োগ করবেন কেনিয়ায়। সরকার সবুজ সংকতে দিয়েছে তাদের দেশে ভ্যাকসিন প্রয়োদ করে দেখার। সফল হলে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের দেশে প্রথম প্রয়োগদ করবে তারপর সমগ্র পৃথিবীতে। একটি নির্দিষ্ট সংস্তা পেটেন্ট নিতে পারবে না কারণ গোটা পৃথিবীতে চাহিদা হবে আর সবাইকে তৈরির সুযোগ দিলে তবেই সবাই করোনা মুক্ত হতে পারবে ভারতের ৬ কোটি ডোজ 'চাডক্স১' কোভিড -১৯ ভ্যাকসিন তৈরি করবে। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে মিলবে করোনার প্রতিষেধক। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ১০ লক্ষ প্রতিষেধক তৈরির প্রস্তুতি নিযে ফেলেছেন এমটাই দাবি করলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা এই প্রতিষেধকটি নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী। বিজ্ঞানী দলের এখ সদস্য অধ্যাপক অ্যাড্রিয়ান হিল জানিয়েছেন, বিশ্বের সাতটি জায়গায় এই প্রতিষেধেক তৈরির কাজ চলছে। হ্যালিক্স বি ভি অনেকগুলোর কোম্পারি সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'চাডক্স১' কোভিড ১৯ তৈরি জন্য যাতে অনেক দেশে সহজে মানুষ কিনতে পারে। হ্যালিক্স বি ভি-র অফিসার যথার্ত বলছেন সমবেত প্রয়াসের কথা প্রস্তুতকারী অংশীদার হিসেবে রয়েছে ব্রিটেনের তিনিটি সংস্থা, ইউরোপের ২টো চিনের একটা এবং ভারতের একটা সমস্থা। ৬ কোটি ডোজ 'চাডক্স১' কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরি করবে।

আমাদের ধ্বংস করতে পারে আজব এই নৃশংস ভাইরাস কিন্তু পরাজিত করতে তো পারবে না। পল রোবসন তুমি এস গেয়ে ওঠো আমারা করবো জয় নিশ্চয় একদিন (Hemingway) তো কি গভীর প্রত্যয়ে বলেছিলেন। ('Man can be destroyed, but be cannot be defeated')

ড. উপমন্যু বসু, নিউজার্সি, প্রাক্তন পিএইচডি গবেষক, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ড. রতন ভট্টাচার্য, প্রবীণ অধ্যাপক ও প্রধান স্নাতকোত্তর ইংরেজি বিভাগ, দমদম মতিঝিল কলেজ। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআই'র উদ্যোগে আয়োজিত হয় স্বাস্থ্য শিবির। ছবি- নিজস্ব।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তেজনা ছড়ালো ভাঙড়ে

ভাঙড়, ১০ মে (হি.স.): তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ভাঙড়ে। ভাঙড় থানার বামুনিয়া গ্রামের ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়। খবর পেয়ে ভাঙড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মূল তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মীদেরকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তিন যুব তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছে বলে দাবি। বোমাবাজির ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা যৌথভাবে বেরোলে পালিয়ে যায় মূল তৃনমূলের কর্মী-সমর্থকরা।

যুব তৃণমূল কর্মীদের দাবি ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা কাউজারা আহম্মেদ এর অনুগামীরা প্রায় যুব তৃণমূল কর্মীদের কে কটুক্তি করার পাশাপাশি এলাকা ছাড়া করার হুমকিও দিচ্ছিল। সেই নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা এলাকার যুব তৃণমূল নেতা সুবীর নস্কর কথা বলতে গিয়েছিল মূল তৃণমূল কর্মী আজগার মোল্লা, খোকন মোল্লাদের সঙ্গে। সেখানে বচসা হওয়ার পর সুবীর নস্কর ফিরে আসে। তার কিছুক্ষণ পর কাইজার আহমেদ অনুগামী আজগার খোকন মোল্লা সদলবলে বোমাবাজি করতে করতে বামুনিয়া গ্রামে ঢুকে সুবীর নস্কর সহ তার দুই অনুগামী কে মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে জোট বদ্ধ ভাবে বেরোলে পালিয়ে যায় মূল তৃনমূলের কর্মী-সমর্থকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে ভাঙড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বোমাবাজির পর এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাজা বোমা। পুলিশ এসে ঘটনা স্থল থেকে চারটি বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এর পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে খোকন মোল্লা ও আজগার মোল্লা কে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে এই ঘটনায় এলাকার তৃণমূল নেতা জানান যদি এমন ধরনের জঘন্যতম কাজ কেউ করে থাকেন প্রশাসন তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এর জন্য আমি বা আমার পার্টি দায়ী নয়। দল এই ধরনের মানুষের কোনমতেই সমর্থন করেনা। তবে ঘটনাটি পারিবারিক ঘটনা বলে শুনেছি। তা নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রূপ দিয়ে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে একদল কর্মী। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চারটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

আজ অসমের দুই মন্ত্রী অতুল ও ফণীভূষণ আসছেন হাফলং

হাফলং (অসম), ১০ মে (হি.স.) : রাজ্যের কৃষি ও পশুচিকিৎসা ও পশুপালন মন্ত্রী অতুল বরা এবং খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী ফণীভূষন চৌধুরী সোমবার এক ঝটিকা সফরে হাফলং আসছেন। সোমবার সকাল ৮ টায় গোলাঘাট থেকে সড়কপথে লামডিং হয়ে দুপুর দেড়টা নাগাদ হাফলং আবর্ত ভবনে উপস্থিত হবেন তাঁরা।

হাফলং আবর্ত ভবনে দুই মন্ত্রী বেলা ২ টায় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা, পার্বত্য পরিষদের প্রধান সচিব, জেলা প্রশাসন এবং কৃষি বিভাগ, পশুচিকিৎসা ও পশুপালন বিভাগ সহ খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। তাছাড়া কোভিড-১৯ এবং রাজ্যে শূকরের দেহে সম্প্রতি যে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-র প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তা নিয়ে জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হওয়ার কথা তাঁদের।

সরকারি বৈঠকের পর জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা বিষয়ে কথা বলে বিকেল চারটে নাগাদ পুনরায় সড়কপথে গুয়াহাটির উদ্দেশে ফিরে যাবেন রাজ্যের দুই ক্যাবিনেট মন্ত্রী, জানা গেছে সরকারি সূত্রে।

গ্রিন জোন কাছাড়ে সরকার অনুমোদিত বিক্রেতারা বিক্রি করছেন ফল-শাকসবজি

শিলচর (অসম), ১০ মে (হি.স.) : কাছাড় জেলাকে গ্রিন জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সমগ্র জেলা এবং পার্শবর্তী এলাকাগুলোতে ফলমূল ও শাক-সবজি বেচা-কেনা শুরু করেছেন ক্রেতা ও বিক্রেতারা। এতে মিলছে অনেক ছাড়। তবে অতি সম্প্রতি কাছাড়ে হঠাৎ করে কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীর হদিশ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকাকে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে কাছাড় জেলার কৃষি বিভাগ পুনরায় তাদের পরিষেবা শুরু করে সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে ফলমূল ও শাক-সবজি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে।

জেলা কৃষি দফতরের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা কৃষি আধিকারিক এল সিংহ এবং সহকারী কৃষি বিপণন পরিদর্শকের উপস্থিতিতে বিভাগীয় বিক্রেতা নুরুল ইসলাম বড়ভুঁইয়া আজ রবিবার বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে প্রায় দশ কুইন্টাল শাকসবজি বিক্রি করেছেন। এর ফলে কেবল চিরুকান্দি ও পেঁচাডহর (রামনগর) সংরক্ষিত এলাকার মাত্র দুটি স্থানে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলা কৃষি আধিকারিক কর্তৃক নিশ্চিত হলে বাকি স্থানগুলিতে পরিষেবা অব্যাহত থাকবে, জানানো হয়েছে সরকারিভাবে।

সরকারি এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এর আগে সকালে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের টেকনিক্যাল দল শিলচরের চারটি সংরক্ষিত এলাকায় মোবাইল মাইকিঙের মাধ্যমে ফলমূল এ শাক-সবজি বিক্রয় সম্পর্কে প্রচার করা হয়। সংরক্ষিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের এই সুবিধা গ্রহণের জন্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রেতাদের কাছ থেকে কনটেন্টমেন্ট জোনের মধ্যে শাক-সবজি কেনার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের টেকনিক্যাল দল কন্টেন্টমেন্ট জোনের জনগণকে মাস্ক পরতে এবং সর্বাবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্যও আবেদন জানিয়েছে।

এদিকে সংরক্ষিত জোনের আওতাধীন মানুষ ধৈর্য সহকারে সারিবদ্ধভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিভাগীয় বিক্রেতাদের কাছ থেকে যথাযথভাবে মাস্ক পরে শাকসবজি ক্রয় করেছেন। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জনমনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কাছাড় জেলায় যতজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন প্রত্যেকেই রাজস্থানের আজমির থেকে আগত একই বাসের যাত্রী। এই জেলায় মাত্র একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি অনেক আগেই সুস্থ হয়ে তাঁর বাড়ি ফিরে গেছেন।

করোনায় আক্রান্ত তিন, সিল ঝাড়গ্রামের জুবলি মার্কেট

ঝাড়গ্রাম, ১০ মে (হি.স): গ্রীন জোন ঝাড়গ্রাম শহরে এক ভুষিমাল দোকানেকে সিল করে দোকানের কর্মচারী সহ বেশ কয়েকজনকে তুলে নিয়ে গেল স্বাস্থ্য দফতর ও পুলিশ প্রশাসন। আর এই ঘটনার পরেই ব্যাপক করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে ঝাড়গ্রাম শহরে। এদিন বরিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম শহরের জুবলি মার্কেটকে। পুলিশ প্রশাসন পুরো জুবলি মার্কেটকে সিল করে দিয়েছেন। প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন ওই দোকানের এক কর্মচারীর ও ঝাড়গ্রাম জেলার এক তিন বছরের শিশু কন্যা সহ তিন জনের করোনা পজিটিভের খবর পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য সাম্প্রতি কয়েকদিন আগে নয়াগ্রামে দুই যুবকের করোনা পজিটিভের খরব পাওয়া গিয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে তাদের প্রত্যেককে পূর্ব মেদিনীপুরের বড়মাতে ভর্তি করানো হয়েছে। এদিন ঝাড়গ্রাম পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দফতেরের পক্ষ থেকে জুবলি মার্কেটের দোকান বন্ধ করে মার্কেটের বিভিন্ন পয়েন্ট ব্যারিকেট করে দেওয়া হয়।বন্ধ করে দেওয়া হয় বাজার।তার সাথে এদিন স্বাস্থ্য দফতর এবং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বাজারে যে দোকানে ওই ব্যক্তি কাজ করতেন সেই দোকনের লোকজন এবং আশেপাশের দোকানের লোকজনকে নিয়ে গিয়ে লালরসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে ও প্রশাসন সূ জানা গিয়েছে। তা ছাড়া ওই দোকানটি এবং আশেপাশের দোকনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করা হচ্ছে ওই দোকানে কারা এসেছিল তাদেরও লালরসের নমুনা সংগ্রহ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তির বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর এক ব্লকের একটি গ্রামে। তিনি ঝাড়গ্রামের জুবিলি মার্কেটের একটি ভুষিমাল দোকানে কাজ করতেন। সম্প্রতি ওই ব্যক্তি বাইরের জেলার বেশ কয়েকজনের সাথে মেলা মেশা করেছিলেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। লালরসের নমুনাতে করোনা ধরা পড়ে। তারপরেই এদিন ঝাড়গ্রামের বাজারের দোকন গুলি বন্ধ করে বাজারে ঢোকার বিভিন্ন পয়েন্ট গুলিতে প্রায় পাঁচ জায়গাতে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে।পুরো বাজার স্যানিটাইজ করা হচ্ছে ঝাড়গ্রাম পুরসভার পক্ষ থেকে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম ব্লকের রাধানগর অঞ্চলের একটি গ্রামে এক ব্যক্তির করোন ধরা পড়ছে। সম্প্রতি তিনি ওড়িশা রাজ্য থেকে ফিরেছেন। আর অন্যদিকে জামবনি ব্লকের একটি গ্রামে তিন বছর বয়সী এক শিশু কন্যার করোনা ধরে পড়ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে লক ডাউনের আগে ওই পবিরারটি খড়্গাপুরে আত্মীয়র বাড়ি গিয়েছিল। দু থেকে তিনি আগেই তারা গ্রামে ফিরেছেন। মা ও শিশু কন্যাকে দুজনকেই পূর্ব মেদিনীপুরের বড়মা কেন্দ্র পাঠানো হয়েছে।স্থানীয় মানুষ জন জানিয়েছে, শনিবারই জামবানির ওই গ্রামের কাছে হাতি বেড়িয়েছিল। শিশুটির বাবা হাতি তাড়াতে গ্রামের অন্যান্যদের সাথে বের হয়েছিলেন। শিশুটির করোনা ধরা পড়ার পরেই গ্রাম তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরাই উদ্যোগ নিচ্ছেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর।প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন আক্রান্তের পরিবাবের সদস্যদের সকলের লালরসের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।গ্রিন জোন ঝাড়গ্রামে হঠাৎই করোনার থাবাতে আতঙ্ক দানা বাঁধছে। এই বিষয়ে যদিও ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী কোন মন্তব্য করতে চান নি।

সরকারী বাস চলাচল শুরু বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ১০ মে (হি.স): করোনা মোকাবিলায় গ্রীন জোন হিসাবে স্বীকৃত বাঁকুড়া জেলায় শুরু হোল সরকারী বাস চলাচল।পাঁচ দিন আগেই জেলায় বাস চলাচলের অনুমতি দেয় রাজ্য সরকার।কিন্তু সরকারী নির্দেশ অনুসারে প্রতি বাসে কুড়ি জন করে যাত্রী নিয়ে যাওয়া যাবে - সরকারী এই সিদ্ধান্তে বাস মালিকরা লোকসানের আশঙ্কায় বাস চালানো সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন জেলা বাস মালিক সমিতি।তারপর সরকারের পক্ষ থেকেই বাস চালানোর উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। রবিবার থেকে শুরু হয় সরকারী বাস চলাচল। জেলার পাঁচটি রুট বিষ্ণুপুর, বড়জোড়া, শালতোড়া, খাতড়া সোনামুখি পর্যন্ত দৈনিক ২বার করে বাস চলবে বলে দক্ষিনবঙ্গ বাস পরিবহন সংস্থা সূত্রে জানা গেছে।শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ও সমস্ত রকম স্বাস্থ্য বিধি মেনে বাস চালানোর পাশাপাশি যাত্রীদের ও পরীক্ষা ও ডিপোতে আসার পর বাস গুলি স্যানিটাইজেসন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।যদিও এখন আশানুরূপ যাত্রী নেই তবে মানুষ জানতে পারলে যাত্রী সংখ্যা বাড়তে পারে বলে বাসকর্মীদের অভিমত।

দুর্গাপুরে বেসরকারী পরীক্ষায় প্রথম করোনায় দুই আক্রান্তের হদিশ, আতঙ্কিত শিল্পশহর

দুর্গাপুর, ১০ মে (হি.স.): লকডাউন শিথিল করে বাজারে কিছু দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর তার মাঝেই শিল্পশহরে প্রথম করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলল। তাও দুজনের শরীরে বেসরকারী পরীক্ষাগারে কোভিড-১৯ পজেটিভ পাওয়া গেল। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পশহর দুর্গাপুরে। কোভিড-১৯ পজেটিভ রিপোর্ট আসতে জোর তৎপরতা পুলিশ ও প্রশাসনের। এলাকা ঘিরে স্যানিটাউজেশন শুরু করল পুরসভা।ঘটনায় জানা গেছে, আক্রান্ত বছর ৭৯ এর ওই ব্যাক্তি দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর এ-জোন স্থিত সি আর দাস রোডের বাসিন্দা। দিন পাঁচেক আগে কিডনি ও হার্টের রোগে সিটি সেন্টারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়। হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন তার জ্বর আসতে থাকে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সন্দেহ হয়। সেইমতো তারা রোগীর লালারস পরীক্ষা করেন। তাতে পজেটিভ আসে বলে প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে।

অপর আর একটি দুর্গাপুর নিউটনের এক বৃদ্ধ সিটি সেন্টারে ওই একই বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। উপসর্গ দেখা দিতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করেন। দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক অনির্বান কোলে জানিয়েছেন,' দুজনেরই বেসরকারী পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষায় কোভিড -১৯ পজেটিভ এসেছি। দুজনকে কাঁকসায় করোনা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আক্রান্তদের পরিবারের সদস্যেদের আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। পৌরসভা ও পুলিশ থেকে এলাকা স্যানেটিজেশন করা হয়েছে। আক্রান্তদের বাড়ীর সামনে রয়েছে পুলিশি প্রহরা।' এদিকে খবর চাউর হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে।

উল্লেখ্য, সপ্তাহদুয়েক আগেই দুর্গাপুর শহরকে করোনা মুক্ত ঘোষনা করা নিয়ে বিস্তর বিতর্কের দানা বাঁধে। সরব হয় স্থানীয় সিপিএম বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়। এবং তিনি গোটা বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রককে জানায়। তাছাড়াও গত দুদিন যাবৎ শহরের বেশ কিছু বাজারের দোকান স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যায়ক্রমে খোলার অনুমতি দেয় প্রশাসন। তারপর কোভিড-১৯ হদিশ মিলতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শহরজুড়ে।

যদিও এবিষয়ে দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে জানান,'সরকারী গাইডলাইন মেনে সব ধরনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে।'

একদিনে পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি আক্রান্ত, করোনা পজিটিভ ১৫৩ জন

কলকাতা, ১০মে (হি. স.) : দিনে দিনে লাফিয়ে বাড়ছে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৫৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে এটাই সব থেকে বেশি একদিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ঘন্টায় আরও ১৪জনের। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাড়ি গিয়েছেন ৪৫জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৩৭। রবিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বুলেটিন জারি করে এমনটাই জানানো হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৩৯জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ৪১৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১৩জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য।

এদিন স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বুলেটিনে জানানো হয়, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪০৪৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৩হাজার ৪১৪টি। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্তবাস রয়েছেন ৫হাজার ৯২১জন। সরকারি একান্তবাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ১৯ হাজার ৪৫৩ জন। এখন বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন ১৮ হাজার ৪৫৮জন। বাড়িতে একান্তবাসের নজর দারি শেষ হয়েছে, ৬৭হাজার ১৯জনের।

এই পর্যন্ত এরমধ্যে কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে ৯৪৮ টি কেস। তাদের মধ্যে ২০৮ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৪জনের। কলকাতায় কো-মর্বিডিটির জন্য মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬১৪ জন। যদিও কলকাতায় ৯ তারিখেই শেষ আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে বলেই জানানো হয়েছে ওই বুলেটিনে।

ডিমা হাসাওয়ে আরও ১২৬ জনের হোম কোয়ারেন্টাইন

হাফলং (অসম), ১০ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় আরও ১২৬ জন ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। রবিবার জেলার বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য বিভাগের মোট ২৫ টি সার্ভেইলেন্স টিম ১২৬ জন ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টাইন করে তাঁদের বাড়ি সিল করে দিয়েছে।

ডিমা হাসাও জেলায় স্বাস্থ্য বিভাগের মোট ৯৯৫ টি সার্ভেইলেন্স টিম ৩ হাজার ৫২ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন করেছিল। তার মধ্যে কোভিড-১৯-এর কোনও উপসর্গ ছাড়াই ৬৪৩ জন ব্যক্তি তাঁদের ২৮ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা উত্তীর্ণ করায় এঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আজ পর্যন্ত ৩৫১ জন ব্যক্তি ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা অতিক্রম করার পাশাপাশি মোট ৯৯৪ জন ব্যক্তি ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা পার করেছেন। এঁদের আরও ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে বলে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

এদিকে কাছাড়ে কোভিড ১৯ সংক্রমণে ১০ জন আক্রান্ত হওয়ার পর ডিমা হাসাও জেলায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, শিলচরে কোভিড ১৯ রোগে আক্রান্ত রোগীরা জেলার ওপর দিয়ে যাওয়ার পথে মাইবাং ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জিরো পয়েন্টে অবস্থিত একটি ধাবায় খাওয়া দাওয়া করেছেন। যার দরুন শনিবার মাইবাং জাতীয় সড়কের পাশে থাকা ওই ধাবা মাইবাং মহকুমা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে সিল করে দিয়ে ধাবার মালিক নিভু ভৌমিক ও তার ৬ কর্মীকে কোয়ারেন্টাইনে করা হয়েছে।

রবিবার মাইবাং জিরো পয়েন্টে অবস্থিত ওই ধাবা সহ সমগ্র মাইবাং শহরকে জীবাণুমুক্ত করতে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী সেনিটাইজ করেছে।

কাছাড়ের বড়খলায় বাজেয়াপ্ত ১০.৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫৪ কিলোগ্রাম গাঁজা-সহ ৭.১১ লক্ষ নগদ টাকা

শিলচর (অসম), ১০ মে (হি.স.) : কাছাড় পুলিশের অভিযানে প্রচুর পরিমাণের গাঁজা এবং নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ শিলচর টাউন ব্রাঞ্চের এস আই অঙ্কুর শইকিয়ার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী বড়খলা বিধানসভা এলাকার দুধপাতিল চতুর্থ খণ্ডের খরিলপাড়ে জনৈক প্রেমাবতী সিনহা (৫০)-র বাড়িতে অতর্কিতে হানা দেওয়া হয়। প্রেমাবতীর বাড়িতে তালাশি চালিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের ৫৪ কিলোগ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে অবৈধ মজুত নগদ ৭,১১,২০০ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশের অভিযানকারী দল। গাঁজা এবং নগদ টাকা শিলচর পুলিশ থানার হেফাজতে রাখা হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ ১৪৫৭ / ২০২০, এনডিপিএস ২০ (সি) ধারায় এক মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। এই সূত্র থেকে নেশা কারবারিদের বড় চক্রের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছে পুলিশ।

কঠিন পরিস্থিতিতে সাধারণের পাশে বালিগঞ্জের নতুন আলোক ক্লাব

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে দেশজুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন। কিন্তু এই লকডাউন এর জেরে বহু মানুষেরই জুটছে না খাবার। অনেকেরই বাড়িতে চরছে না হাঁড়ি। আর তাই এবার তাদের পাশে বালিগঞ্জের নতুন আলোক ক্লাব। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আতঙ্কে। করোনা আতঙ্কে গৃহবন্দী শহরতলী। আর তাই নতুন আলোক ক্লাব বর্তমানে বহু মানুষের অন্ন জোগানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। রোজগার হারানো মানুষের পেট চলছে আপাতত ২ কেজি চাল, ৫০০ গ্রাম মুগ ডাল, ২ কেজি আলু ও এক প্যাকেট করে বিস্কুট দেওয়াতেই। আবার কখনও দেওয়া হচ্ছে ২ কেজি আটা, ৫০০ গ্রাম কাবলি ছোলা, ২ কেজি আলু ও এক প্যাকেট করে বিস্কুট। ক্লাবের সদস্যরা মনে করছেন, এই কঠিন সময়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত কাজ।

লকডাউন মান্যতা দিতে শহরের রাস্তায় নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১০ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত তিলোত্তমা। করোনা আবহে দেশজুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লক ডাউন।জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ছাড়া কাউকে ঘরের বাইরে বের না হওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে।লকডাউন সঠিকভাবে মান্যতা দিতে ইতিমধ্যেই সিল করে দেওয়া হয়েছে শহরের একাধিক রাস্তাঘাট। আর তাই লকডাউন সঠিক ভাবে মান্যতা দিতে রবিবার শহরের রাস্তায় প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে নাকা চেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

করোনা সংক্রমণ বজায় রাখতে হবে দূরত্ব এড়াতে হবে ভিড়।কিন্তু সময় যতই এগোচ্ছে ততই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।আর তাই শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু অনেকেই বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়।তাই তাদেরকে আটকাতে তৎপর কলকাতা পুলিশ।রাস্তার মোড় থেকে পাড়ার অলিগলি সর্বত্রই চলছে পুলিশি টহল। ক্রমাগত চলছে মাইকিং।পাশাপাশি কড়া ভাবে চলছে নাকা চেকিং। শহরের রাস্তায় প্রাইভেট কার থেকে বাইক কিংবা স্কুটি, লরি প্রতিটিগাড়ি থামিয়ে নাকা ছেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। এদিন উল্টোডাঙা থেকে বেলগাছিয়া নারকেলডাঙ্গা ফুল বাগান নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের।

রবিবার কংগ্রেসের উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুদের মধ্যে HIV ইনফেকশন এবং AIDS

সত্যজিৎ চক্রবর্তী

হিউম্যান ইম্যুন ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস HIV মানুষের মধ্যে সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখনই বলি যে AIDS (Acquired immune deficiency syndrome) হয়েছে। রোগাক্রান্ত মানুষটি কেন রোগকেই প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তার (Keposi's sarcoma) নামে ক্যান্সারও হতে পারে। বয়ঃসন্ধীতে এবং বড়দের মধ্যে রোগটা যেখানে সেখানে যৌনসংগম থেকে হয়। জন্মের পরে যদি HIV থাকে নবজাতকের তাহলে বুঝতে হবে যে HIV আক্রান্ত মায়ের পেটে থাকাকালীন সময়ে, জন্মের সময়ে এবং নবজাতক যখন সেই মায়ের দুধপান করে তখনই সে আক্রান্ত হতে পারে। রক্ত কাউকে দিলে পরীক্ষা না করে, তবে তারও HIV সংক্রমণ হতে পারে। এই রোগের পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে ১৯৮৫ সাল থেকে। মায়ের HIV থাকলে সব বাচ্চাই যে এই রোগে ভুগবে তার ঠিক নেই। ১৩-২৪ বছর বয়সে সবচাইতে বেশি দেখা যায় HIV তে আক্রান্ত হতে। HIV আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের (Anti retroviral) ঔষধ দেবার ফলে প্রসব হওয়া বাচ্চাদের রোগটা প্রায়ই হচ্ছে না। বহু মাকেই সিজারিয়ান (Cerarian) অপারেশন করতে হয়। অনেক পুরুষ বা স্ত্রীলোক যানেনই না যে তাদের রক্তে (HIV) র পরিমাণ কি রকম রয়েছে। যারা (Drug inyect) করে নেশা করে তাদের মধ্যেও এই রোগটা দেখা যায় যখন একই সূচ সবাই সেয়ার করে ইনজেকশান নেবার সময়। যৌনাংগ বা পায়খানা হয় না বা (Rectum) বা লিঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা ভা.... টি ভেতরে ঢুকে যায়। এভাবে রোগ দ্যানোকে বলা হয় যৌন সম্পর্ক Sexual Contact স্থাপনের কারনে। তবে লালা দিয়ে ঘাম থেকে বা চোখের চল দ্বারা রোগটা ছড়ায় না। একসাথে খাওয়া দাওয়া করলে বাসনপত্র ব্যবহার করলে, স্নানের জন্য একটাই গামছা ব্যবহার করলে, বিছানা চাদর ব্যবহার করলে, সাঁতার কাটলে, টেলিফোনে কথা বললে, পায়খানা করার কাজে কমোড ব্যবহার করলে পোকা মাকড়ের (যেমন মশা) ামড়ালে) রোগটা ছড়ায় না। একেবারে ছোট বাচ্চাদের (এক বছর বয়সের আগে) রোগটা ধরা কষ্ট কর। এদের সাধারণত বৃদ্ধি সময়ে (Failure to) পেট ফোলে যায়। (লিভার এবং স্প্লীন বড় হলে) ....বারবার পাতলা পায়খানা হবে মুখের ভিতরে সাদা সাদা ঘরা হতে পারে এবং নিউফেলিয়াও হতে পারে। এই (AIDS) রোগকে অনেকে বলেন Hslime Disease ।(AIDS) হলে মৃত্যু হবেই ওরা এমনিই রোগাক্রান্ত মানুষকে আমরা যে (HIV) তে আক্রান্ত যার শেষ অবস্থা হল (ADIS)। এখন শিল্প উন্নত জায়গায়,উন্নয়ন শীল দেশগুলিতে রোগটা ছড়াচ্ছে খুব বেশি।

(ADIS) রোগ প্রথমে ১৯৮০ সালে ধরা হয়। সমস্ত পৃথিবীতেই রোগটি দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ রোগে আক্রান্ত। এখন ঔষধ বেড়িয়েছে, তাই বহু মানুষ ঐ রোগে ভুগেও মারা যাচ্ছে না। ইউরোপের পূর্বাংশের, মধ্য এশিয়ায় রোগটা যেন বেশি করে দেখা যাচ্ছে। সাধারণত যৌন কর্মীগণ, নেশার ঔধষ যারা নেন ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ওরা, সমকামীরা, উভকামীরা সবাই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। প্রায় ১ শতাংশ গর্ভবতী মহিলারাও (HIV) রোগে ভুগছেন। পুরুষদের (Circumcision) (লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে নেওয়া) হলে রোগটা কিছুটা কম হতে দেখা যায়। সমস্ত পৃথিবীতে মহিলারা ভুগেন প্রায় ৫০ শতাংশ। আফ্রিকাতে কোনো কোনো জায়গায় মহিলারা ভুগেন প্রায় ৬০ শতাংশ হারে। এই সব অঞ্চলে মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে AIDS। মেয়েদের উপর যৌন অত্যাচার, ধর্ষণ, এই রোগ তাদের মধ্যে বাড়িয়েছে। আমরা মেয়েদের সম্মান করি না প্রায় জায়গাতেই।

(WHO) বলছে (২০১৩ সনে) $CD_4$৫০০ বা তার কম বা সমান থাকে তবে তাদের তারাতারি (Anti retro viral Therapy) করতে হবে। এই এই জন্যেই বোধ হয় আগের চাইতেই কম লোক মারা যাচ্ছে। যদি (HIV) রোগের মানে যাহা থাকে তবে মৃত্যুর হার বেরে যায়। দেখা যায় অন্যান্য জীবাণু বা ম্যালেরিয়াও হতে পারে।

ভ্রাম্যমান মানুষ, (নেশাখুর মানুষ, যৌনকর্মী এবং সমকামী বা উভকামীরা এই রোগ ছড়াচ্ছে। শহরের মানুষ গ্রামে গিয়ে রোগটা ছড়াচ্ছে। আমাদের দেশে ২০১৫ সনে ২.৩ মিলিয়ন মানুষ (HIV)তে আক্রান্ত ছিল এবং ৮৬,৩০০ জনের নতুন করে (HIV) রোগ হয়েছিল ।

আমাদের দেশের প্রায় রাজ্যেই রোগটা দেখা যাচ্ছে। বাচ্চা বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া (আমাদের কৃষ্টি), বুড়ো মানুষ (HIV) তে আক্রান্ত) যৌনকর্ম করছে অল্প বয়সী মেয়েদের । বাচ্চারা যারা যৌনসঙ্গম করে তাদের মধ্যে রোগটা দেখা যাচ্ছে। এমনকী ১০ বছর বয়সে বাচ্চারা নেশা করে বা যৌনকর্মের ভাগীদার হয়ে এই রোগের শিকার হয়। এই রোগ হলে নিউমোসিস্টাইটিস নিউমোনিয়া, ছত্রাক জাতীয় জীবাণু যা ফুসফুসকে আক্রান্ত করতে পারে, সাইটোম্যগানো ভাইরাস (CNV) থেকে রোগ হতে পারে মুখের ভিতরে বা মুখ থেকে লাল লাল র‍্যাশ বেরুতে পারে। এই (AIDS) রোগ থেকে আমাদের সবার সতর্ক থাকতে হবে।

এখন এমনিতেই আমরা সবাই করোনা ভাইরাস এবং কোভিড-১৯ নিয়ে আতঙ্কিত। হাত ভাল করে বার বার ধুয়া হচ্ছে , মুখে মাস্ক পড়া হচ্ছে, এখন থেকে এক জন থেকে অন্য জনের দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্তেও এই কোরুনা ভাইরাস থেকে সমস্ত পৃথিবীতে ২ লক্ষ ৫২ হাজার মানুষ আর ভারতবর্ষে ১,৫৮৩ জন মারা গেছে আর আক্রান্ত হয়েছিল ৪৬,৭১১ জন প্রায় সমস্ত রাজ্যেই, এবং সিকিমে নাকি এখনো এই রোগ দেখা যায় নি। চিন দেশে উহান শহর থেকে এই করোনা রোগের উৎপত্তি এবং সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল এই ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী রোগ। যতক্ষন না এর টিকে এবং ভ্যাকসিন বের হচ্ছে ততদিন আমরা অসহায় হয়েই থাকব। এর ঔষধ আবিষ্কার হলে তো সবচাইতে ভাল হয়। সমস্যা হয়েছে বাচ্চাদের বুঝিয়ে ঘরে আটকে রাখা। এখনতো আমাদের শহরে মানে আগরতলাতে সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত কার্ফু চলছে।

শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজীর শত-তম জন্ম জয়ন্তী

প্রদীপ রঞ্জন দেব

৭ই মে ২০২০ ইং শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজীর ১০০ তম জন্মদিন। ১৯২১ ইং সনের ২১ শে মে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সকাল ৬টা ০৭ মিনিটে বিহারে জামালপুর শহরের কেশব পুর মহল্লায় একটি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

ঐ বাড়িটি সম্বন্ধে একটি ইতিহাস আছে। প্রভাত রঞ্জনের অনুজ শ্রী হিমাংশু রঞ্জনের লেখা গ্রন্থ "পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজ শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার" থেকে হুবহু লিখছি। "কেশবপুর মহল্লায় যে মুখ্য সড়কটি রয়েছে সেই সড়ক বা রাস্তা ধরে দলহট্র বাজারে পৌঁছান যায়। সেখানে একটা দুর্গাবাড়ি রয়েছে। সেই রাস্তার ডান দিকে প্রথম গলিতে বাঁ দিকের বাড়িটি ছিল বাবার (শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজীকে তাঁর অনুমাগামীরা ঐ নামেই ডাকে) জন্ম স্থান। বাড়িটির আরও একটি ইতিহাস হলো—" আমাদের পরিবারের বয়স্ক লোকেরা বলতেন বাবার যখন জন্ম হয় আমার এক ঠাকুর মা (শ্রীমতি ইন্দুমতি মিত্র, শ্রী হরিদাস মিত্রের পত্নী যিনি স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন একটা রূপোর পাত্রে দুধ নিয়ে সুতলি দিয়ে শিষ্যকে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেন। এক হাতে দুধের বাটী আর অন্য হাতে আলোর বাতি ধরে ছিলেন। সেই সুতলিকে দুধে ভিজিয়ে নবজাতককে দুধ পান করাবার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। নিজের ডান হাত দিয়ে শিশু দুধের পাত্রকে ধরে সুতলি দিয়ে দুধ পান করতে শুরু করে দিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারখানা দেখে উপস্থিত সকলেই দারুণ বিস্মিত হলেন। সেখানে আমার নিজের ঠাকুমা বীণাপাণি সরকারও উপস্থিত ছিলেন।"

"বাবা (শ্রী প্রভাত রঞ্জন) যখন আড়াই বছরের তখন মাকে (আভারাণী) একদিন একটা অদ্ভুদ প্রশ্ন করেন বললেন—মা আমি যখন ঘুমাই তখন প্রতি রাত্তিরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি। দেখি বিচিত্র বিচিত্র সব হস্ত আমার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এককান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মা ভাবতে লাগলেন—একটা বিশেষ স্বপ্ন তো এক দিনই দেখে। বার বার তো একই স্বপ্ন ঘুরে ফিরে আসেনা। মা বলতেন—"দেখ স্বপ্ন স্বপ্নই এমনিতে দেখলে দেখতে পারো।"

আবার কোন দিন শুধোতেন "মা মনে হচ্ছে অনেক গ্রহ-নক্ষত্র আমার সামনে নাচছে।" "কখন কখন বাবা (আনন্দমূর্ত্তিজী) পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার

ছয়ের পাতায়

যেখানে সানি লিওনিকে হারিয়ে শীর্ষে প্রিয়াঙ্কা

কেবল ২০১৮ ও ২০১৯ সাল নয়, কয়েক বছর ধরেই টানা সবচেয়ে বেশি গুগল সার্চ করা ভারতীয় নারী তারকা ব্যক্তিত্ব ছিলেন সানি লিওনি। আর ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এই চার মাসে সানি লিওনিকে হটিয়ে ভারতীয় হিসেবে গুগল সার্চে শীর্ষ স্থানটি দখল করে নিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এমনকি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার আগে নেই ভারতীয় কোনো পুরুষ তারকাও। নারী-পুরুষনির্বিশেষে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া নামটিই একজন ভারতীয় হিসেবে রেকর্ড পরিমাণ বার সার্চ করা হয়েছে। চার মাসে ৩৯ লাখবার এর আগে কোনো ভারতীয়কে নাম ধরে খোঁজা হয়নি। এই নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ডিএনএ।গুগলে ৩১ লাখ সার্চ নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন সানি লিওনি। আর তৃতীয় ক্যাটরিনা কাইফ। তাঁকে নাম ধরে খোঁজা হয়েছে ১৯ লাখবার। পুরুষদের ভেতর সবচেয়ে বেশি সার্চ করা দুই ভারতীয় হলেন সালমান খান ও বিরাট কোহলি। গত চার মাসের হিসাবে পুরুষদের ভেতরে প্রথম সালমান খান, তাঁকে সার্চ করা হয়েছে ২১ লাখবার। আর দ্বিতীয় বিরাট কোহলিকে ২০ লাখবার। ১৩ লাখ সার্চ নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছেন হৃতিক রোশন। এবারই প্রথম, প্রথম হওয়া নারী আর পুরুষ তারকার ভেতর গুগল সার্চে পার্থক্য ১৮ লাখ।সেরা ১০ নারী তারকার ভেতর আরও আছেন দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট, দিশা পাটানী, সারা আলী খান, কারিনা কাপুর খান, শ্রদ্ধা কাপুর ও রাশমিকা মাদান। সেরা দশে পুরুষ তারকাদের ভেতর আরও আছেন রোহিত শর্মা, আল্লু অর্জুন, শাহরুখ খান, টাইগার শ্রফ, বিজয় দেবেরাকোন্ডা, এম এস ধোনি ও মহেশ বাবু। কারিনা কাপুরের চেয়ে এগিয়ে আছেন সাইফকন্যা সারা। অন্যদিকে শাহরুখকে পেছনে ফেলেছেন আল্লু অর্জুন।গুগল সার্চে নারীদের এই সফলতায় সন্তুষ্টি জানিয়েছেন সফটওয়্যার সার্ভিস সিমরাশের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান ফার্নান্দো অ্যাংগুলো। বলেছেন, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্র বদলে এখন নারীরা বিশাল ব্যবধানে সামনে এগিয়ে এসেছেন। একবার ভাবুন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আর সালমান খানের পার্থক্য প্রায় ২০ লাখ।'

চাঁদের আলোয় সালমান— জ্যাকুলিনের আড্ডা

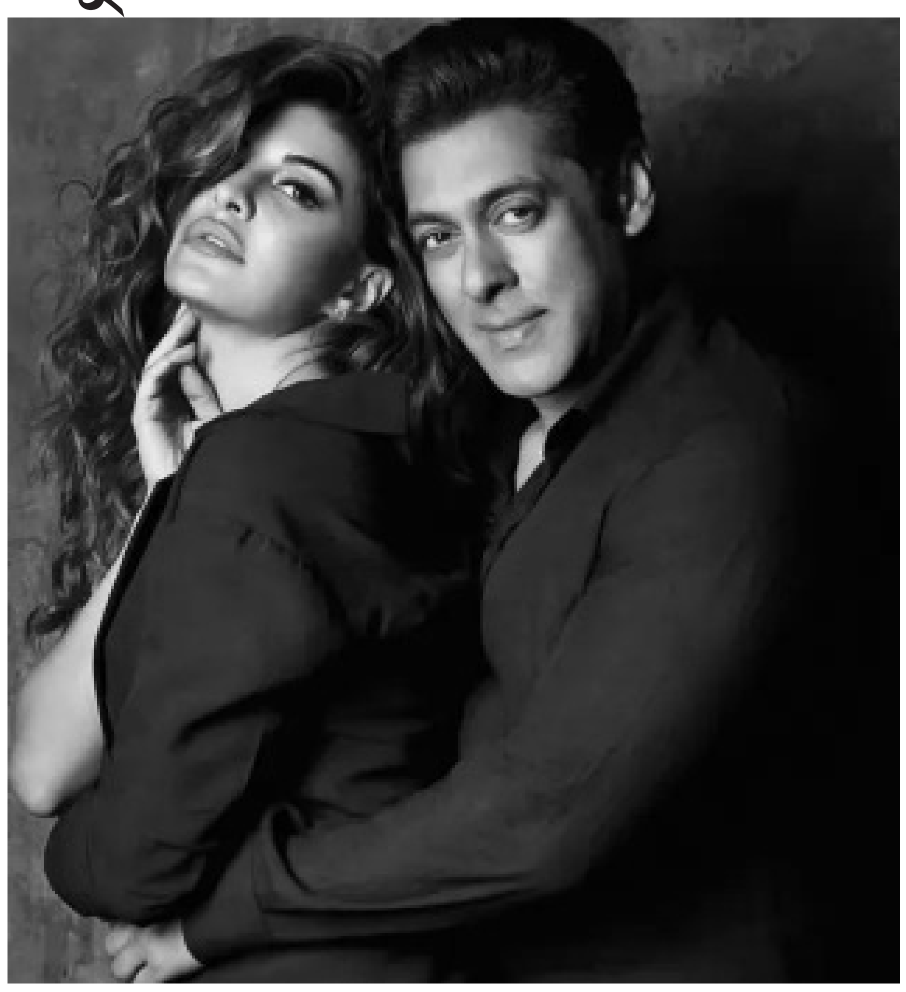

জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের একের পর এক মিউজিক ভিডিও তুমুল আলোড়ন ফেলছে অন্তর্জালের দুনিয়ায়। সর্বশেষ "গেন্দা ফুলে"র মিউজিক ভিডিও সনি মিউজিকের চ্যানেল থেকে দেখা হয়েছে ২৬ কোটি ৬০ লাখের বেশিবার। সেই আমেজ ফুরাতে না ফুরাতেই এবার সালমান খানের সঙ্গে লকডাউনে তাঁর পানভেলেই সেরে ফেললেন "তেরে বিনা" গানের ভিডিওর শুটিং। নিজের ফার্মহাউসে বসেই, চাঁদের আলোয় ওয়ালুচকা ডি"সুজাকে উপস্থাপক বানিয়ে এই গানের মিউজিক ভিডিওকে কেন্দ্র করে একটা টক শো-ও করে ফেললেন। ৪ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের এই টক শোটি নিজের ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে শেয়ার করেন সালমান খান। ৫৪ বছর বয়সী সালমান জানান, তাঁর এই ফার্মহাউসে খুব গরম। তাই দিনের শেষভাগে টানা ৪ দিন ধরে বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁরা শুটিং করেছেন। এমনভাবে ভিডিওগুলো নিয়েছেন, যাতে তাঁর ফার্মহাউসের সম্পত্তির বেশি কিছু ধরা না পড়ে ক্যামেরায়। সালমান বলেন, "আমি আমার সম্পত্তি মানুষকে দেখাতে চাই না। এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত জায়গা। তাই ফার্মহাউসের নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতেই শুটিং হয়েছে। আর অবশ্যই, এটাই সম্ভবত আমার আর জ্যাকির সবচেয়ে কম বাজেটের মিউজিক ভিডিও। তেমন কোনো খরচ হয়নি বললেই চলে।"এই মিউজিক ভিডিও জ্যাকলিনের জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা জানিয়ে জ্যাকলিন বলেন, "আমার আত্মবিশ্বাস এক লাফে অনেকখানি বেড়ে গেছে। আমি নিজে সমস্ত মেকআপ করেছি, চুল সাজিয়েছি, পোশাক নির্বাচন করেছি। মাত্র ৩ জনে একটা মিউজিক ভিডিও করে ফেলেছি। অথচ, এ রকম একটা ভিডিওর জন্য আমি অন্তত এক সপ্তাহ আগে থেকে প্রস্তুতি নিই।"সালমানের মাথায় গানটি অনেক দিন ধরে ছিল। কিন্তু "তেরে বিনা" শিরোনামের এই গানটি নাকি কোনো সিনেমাতেই ঠিক "ফিট" হচ্ছিল না। তাই লকডাউনকে কাজে লাগিয়ে মিউজিক ভিডিও বানিয়ে ফেললেন। সালমান এই গানটি তৈরি করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছেন। মাত্র ৩ জনের কাজের অভিজ্ঞতাও নিলেন। তবে পানভেলে অনেক মানুষ থাকায় নেট খুবই স্লো। তাই একটা ফাইল নামাতে ২৪ ঘণ্টা থেকে ৩৬ ঘণ্টা লাগছে বলেও জানালেন সালমান। আগামীকাল বেরোবে এই গানের ট্রিজার। শিগগিরই এই গান মুক্তি পাবে সালমান খানের ইনস্টাগ্রাম থেকে।লকডাউনের শুরু থেকেই সালমানের ফার্মহাউসেই কাটছে জ্যাকুলিনের দিন। একে অন্যের ছবি পোস্ট করছেন ইনস্টাগ্রামে। সালমানই জানালেন, জ্যাকলিন নাকি আকাশের ছবি আঁকছে। সালমানের ফার্মহাউসে সালমানের পালিত ঘোড়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চুমু খাচ্ছেন আর সেই মুহূর্ত সেলফি তুলে ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। নিয়ম মেনে ব্যায়ামও করছেন। আবার নেটফ্লিক্সে দেখছেন নিজের অভিনীত সিরিজ "মিসেস সিরিয়াল কিলার"।

পুরোনো প্রেমিকের কাছে ফিরছেন দীপিকা

১৯৫২ সালের ছবি 'বাইজু বাওড়া'। মিনা কুমারী ও ভরত ভূষণ অভিনীত ছবিটি সে সময় বক্স অফিস হিট হয়। এবার এই ছবির রিমেক করতে চান পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালি। আর মিউজিক্যাল এই ছবিতেই বানসালির চাই পুরোনো এই প্রেমিকযুগলকে। দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর কাপুর তাঁর প্রথম পছন্দ।এমন খবর করছে ভারতীয় গণমাধ্যম বলিউড হাঙ্গামা। তবে বানসালি, রণবীর কাপুর কিংবা দীপিকা এ বিষয়ে এখনো কিছুই বলেননি। কিছুদিন আগেই মারা গেছেন রণবীর কাপুরের বাবা ঋষি কাপুর। স্বভাবতই শোক এখনো কাটেনি কাপুর পরিবারের। তাই নতুন ছবি নিয়ে এই মুহূর্তে তিনি মুখও খুলবেন না।তবে ওই গণমাধ্যমের দাবি, তারা এ বিষয়ে জোর অনুসন্ধান চালিয়েছে। রণবীর কাপুর ও দীপিকা পাড়ুকোন জুটি একসঙ্গে পর্দায় আনতে ইচ্ছুক এই ছবির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আর ভক্তরাও নাকি তাঁদের আবার পর্দায় দেখতে ব্যগ্র। তাই ঠিক এই জুটিকেই কাজে লাগিয়ে একটা জাদু দেখাতে চান বানসালি। যদিও বানসালির গতানুগতিক জুটি রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনকে এবারও কাজে লাগাবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। রণবীর কাপুর ও দীপিকা পাড়ুকোন 'বাচনা এ হাসিনো' এবং 'ইয়ে জাওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি'র মতো ছবি উপহার দিয়েছেন। তবে তাদের শেষ ছবি 'তমশা' ছিল বক্স অফিস ফ্লপ। তবে এসব ছাপিয়ে আসল খবর হলো সূত্র বলছে, এবার বানসালির ছবিতে রণবীর কাপুর আর দীপিকা পাড়ুকোনকেই দেখা যাবে। এই সাবেক জুটিই আবার পর্দায় আসতে চলেছেন।

বানসালি এখন কাজ করছেন 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি' ছবি নিয়ে। এই ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে কাজ করছেন আলিয়া ভাট। গত বছর নভেম্বরে ছবির শুটিং শুরু হয়। শুটিংয়ের কাজ আরও বাকি। করোনাভাইরাসের কারণে আপাতত শুটিং বন্ধ।

ভিন্ন উপায়ে ১ হাজার পরিবারের জন্য ত্রাণ তুলছেন পরিণীতি

করোনার কারণে দারিদ্র্য চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। দেশের এই দুর্যোগে ভারতের সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বলিউড তারকারা। এবার এই তালিকায় যুক্ত হলো বলিউডের অভিনয়শিল্পী পরিণীতি চোপড়ার নাম। সহশিল্পী, বন্ধু অর্জুন কাপুরের বোন আংশুলার উদ্যোগ ফ্যানকাইন্ড ও অলাভজনক সংগঠন গিভ ইন্ডিয়ার সঙ্গে তহবিল সংগ্রহে নেমেছেন পরিণীতি।দিন আনে দিন খায় মানুষের পাশে একটু ভিন্নভাবে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন পরিণীতি চোপড়া। তিনি 'ভাচু্য়াল কফি ডেট'—এর মাধ্যমে ত্রাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এই কফি ডেট থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে তিনি ৪ সদস্যবিশিষ্ট ১ হাজার দিনমজুর পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ, ৪ হাজার মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করছেন পরিণীতি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে করোনার সংক্রমণ রুখতে লকডাউনের কারণে লাখ লাখ দিনমজুর কর্মহীন। তাঁদের আয় বন্ধ হয়ে গেছে। দিনে দুবার খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁদের কঠিন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আর এ জন্য ফ্যানকাইন্ড, গিভ ইন্ডিয়া আর আমি এই সব পরিবারকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছি।'

পরিণীতি এই উদ্যোগের মাধ্যমে চার সদস্যের পরিবারের জন্য চাল, ডাল, আটা, লবণ, মসলা, চা, চিনি, তেলসহ রেশন কিটের আরও সমগ্রীর ব্যবস্থা করতে চলেছেন। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, বিহার আর তামিলনাড়ুর দিনমজুরের পরিবারকে এই ত্রাণ দেওয়া হবে। পরিণীতি চোপড়া ইতিমধ্যে অর্জুন কাপুরের বোনের এনজিও ফ্যানকাইন্ডের মাধ্যমে ডোনেশন সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন। পরিণীতি আরও বলেছেন, 'কেউ যেন খালি পেটে শুতে না যায়। আমরা আমাদের ভারতের ভাইবোনদের যেন খেয়াল রাখি। ত্রাণ সংগ্রহের জন্য আমাকে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয়েছে।'"এক কাপ কফি নিন'—এর ভিডিও চ্যাটের মাধ্যমে পাঁচ ভাগ্যবান বিজয়ীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিণীতি বলেন, 'আমি আপনাদের সঙ্গে খোশগল্প করব, কফি খাব। আপনাদের বিষয়ে কিছু জানব। আপনারা আমার সম্পর্কে আরও কিছু জানবেন। মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। ওই সব মানুষের জন্য, যাদের এখন আমাদের খুব দরকার। আমাদেরও দায়িত্ব তাদের পাশে দাঁড়ানো।'

রবিবার বিজেপির উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভারতকে ভয় পেয়ে নিজেদের আকাশসীমায় যুদ্ধ বিমানের টহল বাড়ালো পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরের হান্ডওয়ারার জঙ্গী হামলার পর থেকে ভারতও পাল্টা হামলা করতে পারে বলে ভয়ের মধ্যে ছিল পাকিস্তান। ফলে নিজেদের আকাশ সীমার মধ্যে যুদ্ধবিমানের টহল বাড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান।

এখানে উল্লেখযোগ্য হল ২৮ এপ্রিল উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারার হান্ডওয়ারায় রাজবাড়ার জঙ্গলে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পায় সেনাবাহিনী। পয়লা মে দুই তরফের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। সেনাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে না পেরে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় জঙ্গীরা। তারা জঙ্গল থেকে পালিয়ে হান্ডওয়ারার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ঢুকে ১১ জন স্থানীয় বাসিন্দাকে অপহরণ করে একটি বাড়ির ভেতর লুকিয়ে থাকে।গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে ২ মে ওই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ফের অভিযান চালায় সেনা ও পুলিশ। গোটা বাড়িটিকে ঘিরে ধরে সেনা ও পুলিশ। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। সেনাবাহিনীর গুলিতে দুই জঙ্গি নিহত হলেও বাকি দুই জঙ্গি অবিরাম ধারায় গুলি চালাতে থাকে। ওই জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান ২১ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আশুতোষ শর্মা, মেজর অনুজ সুদ, নায়ক রাজেশ, লান্স নায়ক দীনেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সাব- ইন্সপেক্টর কাজী পাঠান শহীদ হন। ১৭ ঘন্টা ধরে চলা গুলির লড়াইয়ে লস্কর-ই-তৈবার কুখ্যাত কমান্ডার হায়দরকে নিকেশ করে সেনা।

এই পাঁচ বীর সন্তানের রক্তের প্রতিশোধ হিজবুল শীর্ষ কমান্ডার রিয়াজ নায়কুকে হত্যা করে নেয় ভারতীয় সেনা। পাকিস্তানিদের মনে ভয় বেড়ে যায়। তারা অনুমান করতে থাকে যে ভারতের বদলা অবশ্যই নেবে। এরপরে নিজেদের আকাশ সীমানায় তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় পাকিস্তান। এফ —১৬ এবং জেএফ— ১৭ যুদ্ধবিমান দিয়ে চলে এই টহল। সম্প্রতি তারা বায়ুসেনা তরফে যুদ্ধ অভ্যাসও করেছে। পাকিস্তানের এই ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কারণ উরি ও পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার পর ভারত প্রথমে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও এয়ার স্ট্রাইক করেছিল।

মাধ্যমিকের খাতার নম্বর সংগ্রহ শুরু করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : লকডাউন এর জন্য থমকে গেছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ। কিন্তু তা সত্বেও আজ রবিবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার জন্য তোড়জোড় শুরু করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনে। ইতিমধ্যেই দুই দিনাজপুর, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ফলপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। ওইসব জেলার প্রধান পরীক্ষকদের কাছ থেকে নম্বর সংগ্রহ শুরু করল পর্ষদ। প্রায় ৬ লক্ষ নম্বর জমা পড়ল আজ।

এতদিন প্রধান পরীক্ষকদের কাছ থেকে খাতা পর্ষদে আনায় সমস্যা হচ্ছিল।লকডাউনের জেরে প্রায় দেড়মাস ধরে এই কাজ বন্ধ ছিল। আগামীকাল সোমবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা থেকে নম্বর সংগ্রহ করা হবে।।নম্বর সংগ্রহ হয়ে গেলে ফল প্রকাশ প্রক্রিয়া করার কাজ অনেকটাই তাড়াতাড়ি করা যাবে বলে আশা। তবে রেড জোন ও ঝুঁকিপূর্ণ (কনটেইনমেন্ট) এলাকার ক্ষেত্রে খাতা দেখা হয়ে গেলেও তা পর্ষদে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থায় কিভাবে সংক্রমিত এলাকা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের নম্বর সংগ্রহ করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। এদিকে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন স্কুল খোলার পর যত দ্রুত সম্ভব মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করা হবে।

প্রসঙ্গত চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে। এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮৮। যা গতবারের তুলনায় কম। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮৭৯। পর্ষদ তরফে জানানো হয়েছে এই বছর মেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি।

কলকাতায় সংক্রমিত এলাকার সংখ্যা ৩১৯ থেকে বেড়ে হল ৩২১

কলকাতা, ১০মে (হি. স.): ফের শহর কলকাতায় সংক্রমিত এলাকার সংখ্যা কিছুটা বাড়লো। ৩১৯ থেকে বেড়ে হলো ৩২১। যদিও, বিভিন্ন বরো এলাকায় সংক্রমিত রাস্তা বা এলাকা বৃদ্ধির হার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। দুদিন আগেই স্বস্তি দিয়ে ৩৩৪ থেকে ৩১৯ এ নেমে এসেছিল কলকাতার সংক্রমণ প্রবণ এলাকার সংখ্যা।

প্রশাসনের তরফ থেকে জারি করা এক তালিকায় দেখা গেছে, চারটি বরোতে সামান্য পরিমাণে সংক্রমিত এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেগুলি হল ১, ৩, ৭ এবং ১৫ নম্বর বরো। অন্যদিকে ছটি বরোতে সংক্রমিত এলাকা বৃদ্ধির হার কমেছে। এই ছয়টি বরো হল ২,৪,৫,৮,১২,১৬। স্বস্তির খবর যেখানে, অপর ছটি বরো বৃদ্ধির হার শূন্য অর্থাৎ সেখানে সংক্রমণের ওপর আপাতত কাবু করা সম্ভব হয়েছে। সেগুলি হল ৬,৯,১০,১১,১৩, ১৪। এরমধ্যে সংক্রমনের তালিকায় শীর্ষে থাকা যথাক্রমে ৭,৪,৬,৫ এই বরো গুলির মধ্যে মাত্র সাত নম্বর ছাড়া আর কোথাও সংক্রমণ বাড়েনি। বরং ৭ নম্বর বরো ছাড়া বাকি গুলোতে সংক্রমণ নয় কমেছে বা সংক্রমণ এলাকার সংখ্যা একই রয়েছে। যা কিছুটা হলেও স্বস্তির বিষয়।

রাজস্থান ও গুজরাট থেকে আগত ৮৫ জন ছাত্রকে গুয়াহাটির সরুসজাই নিভৃতবাস থেকে মুক্তি

গুয়াহাটি, ১০ মে (হি.স.) : রাজস্থান এবং গুজরাট থেকে আগত ৮৫ জন ছাত্রকে গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামের অস্থায়ী নিভৃতবাস শিবির থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে এই সকল ছাত্রদের তাঁদের নিজের নিজের বাড়ি যেতে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী করজোড়ে তাদের সকলকে অভিবাদন জানিয়ে সুস্বাস্থ্য কামনা করে প্রয়োজনীয় বিধি মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক নিভৃতবাস থেকে মুক্তি দেওয়া হলেও আরও ১৪ দিন তাঁদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন থেকে ছুটি দেওয়ার আগে সব ছাত্রের হাতে স্টাম্প সেঁটে দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে গিয়ে কোয়ারেন্টাইন থেকে বাইরে এলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাকর্মীদের খবর দিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। মন্ত্রী জানান, নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর করোনা ভাইরাসের রেজাল্ট নেগেটিভ আসার পরই তাঁদের যেতে দেওয়া হয়েছে।

লকডাউন : ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করতে গিয়ে গুজরাটে আটক দম্পতি, সরকারের সহায়তা কামনা

নগাঁও (অসম), ১০ মে (হি.স.) : ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন গুজরাটে। কিন্তু দেশজুড়ে লকডাউন জারি হওয়ায় আটকে পড়েছেন মধ্য অসমের নগাঁও জেলার একটি পরিবার। গত বছরের ডিসেম্বরে জেলার সামাগুরির উদমারি চা বাগানের জনৈক মিণ্টু মহালি তাঁর স্ত্রী গীতা মহালিকে নিয়ে গুজরাটের আহমেদাবাদে যান। সেখানে একটি হাসপাতালে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা হয়। অস্ত্রোপচার করে বাঁ পা কেটে ফেলা হয়েছে। এখন ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন।

পরিবারের জনৈক সদস্য জানান, অস্ত্রোপচারের পর গীতা মহালি সুস্থ হয়ে উঠলেও রাজ্যে আসতে পারছেন না। দেশজুড়ে লকডাউনের জন্য সেখানে আটকে রয়েছেন দম্পতি। চলার রসদ নেই। হাতে যা টাকাকড়ি ছিল সমস্তই ফুরিয়েছে। ভিন রাজ্যে আটকে পড়া লোকজন এ রাজ্যে আসতে পারবেন। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেলেও অর্থের অভাবে তাঁরা ফিরে আসতে অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করতে সমস্যায় পড়েছেন। সেখানে এখন তাঁরা একটি হোটেলের আবাসিক। উপায়হীন মিণ্টু মহালি সোশ্যাল মিডিয়ায় অসম সরকার তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে যত শীঘ্র সম্ভব নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে সামাগুড়ির উদমারি চা বাগানের বাড়িতে ওই দম্পতির দশম শ্রেণিতে অধ্যায়নরত একমাত্র ছেলে দীর্ঘদিন ধরে একা। একমাত্র সন্তানের জন্য চিন্তার পাশাপাশি আর্থিক সংকটের ভাবনায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে পরিবারটি। জানা গেছে, মিণ্টু মহালি ও তাঁর পরিবার সরকারের সাহায্য চাইলেও এখন পর্যন্ত কোনও সদর্থক খবর তাঁরা পাননি।

সোমবার থেকে বন্ধ টালিগঞ্জের করুণাময়ী সেতু

কলকাতা, ১০ মে (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন।আর এই লকডাউনের মাঝেই এবার বন্ধ করা হচ্ছে টালিগঞ্জের করুনাময়ী সেতু। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সোমবার থেকে বন্ধ হচ্ছে করুণাময়ী সেতু।

দক্ষিণের হরিদেবপুরের এম জি রোড, এম এল গুপ্তা রোড অথবা বেহালার জেমস লং সরণি দিয়ে আসা মালবাহী ভারী গাড়িগুলি উত্তর ও পূর্বে যাওয়ার জন্য করুণাময়ী সেতু দিয়ে যায়।তবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সেতু বন্ধ থাকায় করুণাময়ী সেতুর বদলে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরবে। ওই রাস্তা দিয়ে আসা ছোট গাড়িগুলি করুণাময়ী মোড় থেকে বি এল সাহা রোড ধরে যাবে উত্তরে। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড বা ডি পি এস রোড ধরে করুণাময়ী সেতুর দিকে আসা হরিদেবপুর বা বেহালাগামী গাড়িগুলিকে টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ও ডি পি এস রোডের সংযোগস্থল থেকে টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। আগামীকাল সোমবার ১১ মে সকাল ন'টা থেকে ১৪ মে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সেতুর উপর পরীক্ষা চালাবে কেএমডিএ।এই তিনদিন ধরে কেএমডিএ পরীক্ষা করে দেখবে করুণাময়ী সেতু কতটা ভার বহন করতে সক্ষম।

কলকাতার সোনার দোকানে সোনা নেই মিলছে আলু পেঁয়াজ

কলকাতা,১০ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। বন্ধ দোকানপাট। আর যার জেরে সমস্যায় পড়েছে বহু মানুষ। সমস্যায় সোনা ব্যবসায়ীরাও।আর করোনা জেরে এবার কলকাতার সোনার দোকানে সোনা নয় মিলছে আলু পেঁয়াজ।

উত্তর কলকাতার বাগবাজার স্ট্রিটে বহু বছরের এক পুরনো গহনার দোকানে সোনা রুপোর পরিবর্তে সেখানে মিলছে আলু,আদা,রসুন, পেঁয়াজ । বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল গয়নার ব্যবসা । কিন্তু করোনা মারন কামড়ে সেই ব্যবসায় ছন্দপতন।সোনা রুপোর গহনার বদলে আলু ,পেঁয়াজ সবজি।

হুগলির কানাইপুর পঞ্চায়েতে শুরু করোনা পরীক্ষা

হুগলি, ১০ মে (হি.স): করোনা রোগীকে চিহ্নিত করতে এবার প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিল হুগলির কোন্নগরের কানাইপুর পঞ্চায়েতে। রাজ্যের মধ্যে প্রথম কোনও পঞ্চায়েতের এমন উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি কানাইপুরের মানুষ। দিনকয়েক আগে এই এলাকায় এক করোনা আক্রান্তের সন্ধান মেলে। এরপরই আতঙ্কিত হয়ে পরেছিল এলাকার মানুষ।তাই মানুষের এই আতঙ্ককে দুর করতে কোন্নগরের কানাইপুরে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শুরু হল নমুনা পরীক্ষা।

পঞ্চায়েত প্রধান আচ্ছেলাল যাদব দাবি করেন, রাজ্যের এই প্রথম কোনও পঞ্চায়েত এই উদ্যোগ নিল।জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতায় প্রথম দিনে মোট ২০ জন কানাইপুরের মানুষের নমুনা পরীক্ষা করার কাজ শুরু হল।তিনি আরও বলেন আগামী দিনেও আরও বেশি পরিমান এই টেস্ট করানো হবে।এদিকে করোনা মোকাবিলায় পঞ্চায়েতের এই ভুমিকায় খুশি এলাকার মানুষ।

অসম-অরুণাচল সীমান্তে গ্রেফতার এনএসসিএন (কেকে) ক্যাডার

ডিব্রুগড় (অসম), ১০ মে (হি.স.) : অসম-অরুণাচল সীমান্তবর্তী গভীর জঙ্গলে ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড, কেকে (এনএসসিএন)-এর এক সক্রিয় ক্যাডাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার এক জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা থেকে আটক করেন আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা।

রবিবার সকালে এখানে জেলা পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল ৯ নম্বর আসাম রাইফলস ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার জাংজি গ্রামে অভিযান চালিয়ে এনএসসিএন (কেকে)-এর দুর্ধর্ষ জঙ্গিকে আটক করতে সক্ষম হয়। আটকা জঙ্গিকে এনএসসিএন (কেকে)-এর স্বয়ম্ভু সার্জেন্ট মেজর, পলিটিক্যাল ও রেভিনিউ সার্কল অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হ্যাংনং পাংথা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গত প্রায় দু মাসে চাংলাং জেলায় জঙ্গি সংগঠনের ১০ জন শীর্ষ নেতা ও ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। শনিবার আটক ক্যাডার হ্যাংনঙের হেফাজত থেকে বহু আপত্তিজনক নত্রিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

মালদ্বীপে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিয়ে দেশে ফিরল নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.): অবশেষে স্বস্তি। মালদ্বীপে আটকে পড়া ৬৯৮ জন ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনল নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস জলসওয়া।রবিবার সকালে কেরলের কোচি বন্দরে মালদ্বীপ থেকে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহজে ফেরে ৬৯৮ জন ভারতীয়। এদের মধ্যে ৫৯৫ জন পুরুষ, ১০৩ জন মহিলা, ১৪ জন শিশু। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মহিলাদের মধ্যে ১৯ জন আবার গর্ভবতী।

বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করতে নৌবাহিনীর তরফ থেকে অপারেশন সমুদ্রসেতু নামে একটি অভিযান চালানো হচ্ছে। এই অভিযানের প্রথম পর্যায় মালদ্বীপে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করতে নেমে পড়েছে নৌবাহিনী জওয়ানরা। এর জন্য আইএনএস জলসওয়া ও আইএনএস মগরকে কাজে লাগলো হচ্ছে। মালদ্বীপে আটকে পড়া প্রায় ২০০০ ভারতীয়কে উদ্ধার করার লক্ষ্যে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। এর জন্য এই দুই যুদ্ধজাহাজকে চারবার যাতায়াত করতে হবে। এগিয়ে এসেছে ভারতীয় দূতাবাসও। তারাই নৌবাহিনীর সঙ্গে ক্রমাগত সম্পর্ক রেখে চলেছে।

জাহাজে চেপে দেশে ফেরার জন্য প্রত্যেক ভারতীয়কে ৪০ মার্কিন

ছয়ের পাতায়

নিজে খরচায় ফিরতে যাওয়া ব্যক্তিদের ফেরানোর ব্যবস্থা করুক রাজ্য সরকার, মন্তব্য বিজেপি নেতৃত্বের

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরানোর প্রসঙ্গে ফের একবার রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হল বঙ্গ বিজেপি। একদিকে যেমন অন্যান্য রাজ্য তাদের শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনলেও পশ্চিমবঙ্গ কেন তা আনছে না সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঠিক তেমনই অন্যদিকে দাবি উঠছে যে সকল ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা নিজের খরচায় রাজ্যে ফিরতে চাইছে তাদের রাজ্যে ফিরে আসার ব্যবস্থা করে দিক রাজ্য সরকার।

এই প্রসঙ্গে এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সমস্ত রাজ্য ট্রেন চালিয়ে ভিনরাজ্যে কাজ করা শ্রমিকদের নিয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ কেন আনবে না? যদি মুখ্যমন্ত্রী না পারেন, তাহলে চিঠি লিখে জানান কোন রাজ্যে কতজন বাঙালি শ্রমিক আছেন। তাঁদেরকে ওই রাজ্য দেখাশোনা ও খাওয়া-দাওয়া দেবে। উনি যদি তাও না চান তাহলে ভারতীয় জনতা পাটি তাঁদের দায়িত্ব নেবে। আমরাই তাঁদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করব। কিন্তু তার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হিসাব দিতে হবে কোন রাজ্যে কতজন শ্রমিক আটকে আছেন।'

একইসঙ্গে দিলীপবাবুর প্রশ্ন, 'আজমের শরিফ থেকে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু বৃন্দাবন, কাশী ও মথুরায় অনেক মানুষ আটকে আছেন। তাঁরা কী দোষ করলেন?' তাঁর কথায়, 'ভেলোরে চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ আটকে পড়েছেন। আমার কাছে আজও বেঙ্গালুরু থেকে ফোন এসেছে। কিন্তু এই সরকারের কোনও মানবিকতা নেই, নীতি নেই। এই সরকার শুধু রাজনীতি করছে।'

একই সুর টেনে বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রহুল সিনহা বলেন, 'রাজ্যের অদৃশ্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন যে সমস্ত শ্রমিকরা বা অন্যান্য মানুষ যারা ভিন রাজ্যে আটকে পড়েছেন তাদের মধ্যে যারা নিজেদের খরচায় রাজ্যে ফিরতে চাইছেন তাদেরকে রাজ্যে ফেরানোর ব্যবস্থা করুক রাজ্য সরকার। এছাড়াও যারা বাসে ফিরতে চায় তাদের বাসের ব্যবস্থা এবং বাসের ভাড়ার যোগান রাজ্য সরকার দিক।'

পাশাপাশি রাজ্য সরকারের গাফিলতির দিকে আঙ্গুল তুলে তিনি জানান, 'ট্রেনে করে ভিন রাজ্যের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে ফেরানোর জন্য রাজ্য সরকার যে ঢিলেমি দেখাচ্ছে তাতে যে সকল মানুষ আটকে রয়েছেন তাদের সবাইকে রাজ্যে ফেরাতে কত সময় লাগবে তার হিসেব রাজ্য সরকার করুক।'

অন্যদিকে, রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত পরিযায়ী শ্রমিক এবং আটকে পড়া মানুষদের ফেরার অনুমতি দিয়ে তারপর সেই ব্যক্তিদের প্রয়োজনমতো একান্তবাসের ব্যবস্থা করুক রাজ্য এমনটাই দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা।

রাজ্য সরকারের গাফিলতিতে পরিযায়ী শ্রমিকরা আরও দুর্দশার মধ্যে চলে যাচ্ছেন: সোমেন মিত্র

কলকাতা, ১০মে (হি. স.): কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত এড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরাতে রাজ্য সরকার সদর্থক ভুমিকা গ্রহণ করুক। রবিবার এক ভিডিবার্তায় এমনটাই দাবি জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। তাঁর মতে কেন্দ্র রাজ্যের অহেতুক তরজায় পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর কাজ বিনষ্ট হচ্ছে।

সোমেন বাবু এদিন জানান, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরাতে অবহেলা হওয়ার ফলে প্রতিদিন বহু শ্রমিক আরও দুরবস্থার মধ্যে চলে যাচ্ছেন। তাই দ্রুততার সঙ্গে শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে হবে। যাতে ভিন রাজ্যে আটকে পরা শ্রমিকরা ঘরে ফিরে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেতে পারেন'। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত বন্ধ করে রাজ্য সরকার সদর্থক ভুমিকা গ্রহণ করুক পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিতর্ক চলছে ট্রেনের রিকুইজিশন নিয়ে। রাজ্য বলছে ট্রেনের রিকুইজিশন দিয়েছি। কেন্দ্র বলছে দেওয়া হয়নি। কে ঠিক কে বেঠিক আমরা জানিনা। তবে রাজ্য যে আটটি ট্রেনের কথা বলছেন। তাতে কোন ভাবেই এত শ্রমিকদের একসঙ্গে আনা সম্ভব নয়'। একই সঙ্গে বাকি শ্রমিকদের ফেরানোর জন্যও রাজ্য কি ব্যবস্থা করছে তা স্পষ্ট করে জানাতে হবে বলেও এদিন দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি সব কিছু ঠিক ঠাক জানলে সেই অনুযায়ী তাঁরা কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান।

তবে খালি শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেই হবে না। একইসঙ্গে তাদের সঠিক ব্যবস্থা ও করতে হবে বলেও দাবি করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যারা আসছে ট্রেনে করে তাদের একান্তবাস(কোয়ারেন্টাইন) এর কি ব্যবস্থা করা হয়েছে সুস্পষ্ট করে জানাতে হবে রাজ্যসরকারকে। পর্যাপ্ত পরিমানে একান্তবাসের ব্যবস্থা আছে কিনা সবটাই জানাক সরকার। পাশাপাশি যারা এ রাজ্যে ফিরছেন তাদের বেচে থাকার সংস্থান করতে হবে রাজ্যকে।'

করোনা আতঙ্কে ফের কোয়ারেন্টাইনে ৯ পুলিশকর্মী

কলকাতা, ১০মে (হি স): আতঙ্কের মাঝে ফের আতঙ্ক। গার্ডেনরিচ, বউবাজার থানার পর এবার করোনা থাবা মানিকতলা থানাতেও। করোনায় আক্রান্ত মানিকতলা থানার মহিলা সাব ইন্সপেক্টর। করোনা আতঙ্কে একান্তবাস(কোয়ারেন্টাইন) এ পাঠানো হল ৯ পুলিশকর্মীকে।

করোনা আক্রান্ত ওই পুলিশকর্মীকে ভর্তি হয়েছে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর,গত চার দিন ধরেই তাঁর জ্বর, কাশি,মাথা ধরা ছিল। নমুনা পরীক্ষা করলে দেখা যায় তিনি করোনা পজিটিভ। আর যার জেরে ওই মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর সংস্পর্শে আসা ৯ জন পুলিশকর্মীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত করে তাদেরকে একান্তবাসে রাখা হয়েছে। এদের প্রত্যেকের লালা রসের নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

কোমায় আচ্ছন্ন অজিত যোগী

রায়পুর, ১০ মে (হি. স.): ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অজিত যোগীর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক।রবিবার চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন যে তিনি কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। ফুসফুস খারাপ থাকায় মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেনের মাত্রা পৌঁছাচ্ছে না। ফলে মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক থাকলেও ওষুধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে রক্তচাপ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই ধরনের অসুস্থ তাকে বলা হয় হাইপশিয়া।

শনিবার ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা নিয়ে রায়পুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন অজিত যোগী (৭৪)। রবিবার হাসপাতালের অধিকর্তা ডা: সুনীল খেমকা জানিয়েছেন, অজিত যোগীর মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। বর্তমানে তিনি কোমায় আচ্ছন্ন।ভেন্টিলেশনে রয়েছেন। তার শারীরিক অবস্থার স্বাভাবিক করতে সচেষ্ট চিকিৎসকেরা। আগামী ৪৮ ঘন্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তার স্বাস্থ্যের জন্য। বর্তমানে তাকে ৮ জন চিকিৎসক চিকিৎসা করে চলেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে অজিত যোগী হচ্ছে ছত্তিশগড়ের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

পঞ্চাশোর্ধরাই বেশি পরিমাণে করোনায় মারা যাচ্ছে, দাবি কেজরিওয়ালেব

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহতদের মধ্যে সিংহভাগের বয়সই পঞ্চাশোর্ধ রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথাই জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়াদের মধ্যে ৮২ শতাংশের বয়স ৫০ বা তার বেশি।

এপর্যন্ত গোটা দিল্লি জুড়ে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। তার মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৫০০ বর্তমানে কেবল মাত্র ২৭ জন ভেন্টিলেশনে আছে। ৫১ জন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রয়েছে। ৭৫ শতাংশ রোগীর করোনা ততবেশি বিপদজনক নয়। অ্যাম্বুলেন্সের অভাব দূর করার জন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলো সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, যে সকল পরিযায়ী শ্রমিক রাজধানীতে রয়েছেন, তাদের নিজ রাজ্যে পাঠানোর দায়িত্ব দিল্লি সরকারের। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য

ছয়ের পাতায়

সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের নিখোঁজের বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত, কটাক্ষ বিজেপির

কলকাতা, ১০মে (হি. স.): এই সংকটকালীন মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী নিখোঁজ কেন? এই প্রশ্নই বারবার তুলেছে বঙ্গ বিজেপি। বিজেপির কথায়, এখন কেন মুখ্যসচিব বা মুখ্যমন্ত্রীর দেখা মিলছে না। হঠাৎ এই ভাবে মুখ্যসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর অন্তর্ধান এর রহস্য রাজ্যবাসীকে জানানো উচিত বলেও দাবি করেন বিজেপি নেতৃত্ব।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এক মাস ধরে নাটক করলেন। ছবি তুললেন। চাল-ডাল বিতরণ করলেন। লাইন কাটলেন। আমার প্রশ্ন, তিনি কি এখন একান্তবাস (কোয়ারানটিন)- এ গেছেন ? তিনি কোথায় গায়েব হয়ে গেলেন ?'

একই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাহুল সিনহা। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের এই গভীর সংকটের দিনে মুখ্যসচিব এবং মুখ্যমন্ত্রী কোথায় গায়েব হয়ে গেলেন? এই সংকটের সময় রাজ্যের দুই প্রধান ব্যক্তি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। মুখ্যসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এসময় কেউ পাচ্ছে না'।

এরপরেই রাহুল সিনহার কটাক্ষ, 'কেউ কেউ তো বলছেন সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবের নিখোঁজের বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত।' একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রতি তার পরামর্শ, 'এই মুহূর্তে মুখ্যসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এই পরিস্থিতির হাল শক্ত হাতে তুলে ধরা।'

এম আর বাঙুর হাসপাতালে আইনজীবীর মৃত্যু

কলকাতা, ৯ মে(হি স): দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরের রাজ করছে করোনা। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।এই আতঙ্কের মাঝেই রবিবার রাজ্যে প্রথম করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া এক আইনজীবীর মৃত্যু।এম আর বাঙুর হাসপাতালে চিকিৎসারত ছিলেন তিনি। তবে তার মৃত্যু করোনাতেই কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর,বছর ৫১ -র এই আইনজীবীকে বৃহস্পতিবার এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় জ্বর,গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ নিয়ে।হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর শনিবার দুপুর থেকে তাঁর তীব্র শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। তাঁকে ভেন্টিলেশনে পাঠানো হয়। পরে ক্রমশ পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে।এরপর রবিবার তাঁর মৃত্যু হয়। এম আর বাঙুর হাসপাতালের আইসোলেশনে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী।ওই আইনজীবীর সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আরামবাগে ৩০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের খাওয়ার ব্যাবস্থা করল গ্রামবাসীরা

হুগলি,১০ মে(হি.স.): পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের খাওয়া-দাওয়া করালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি আরামবাগের গড়বাড়ি এলাকায়।
স্থানীয় সুত্রে জানা যায় এদিন হাতিয়া এলাকা থেকে ১৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক তারা পায়ে হেঁটে বাঁকুড়া বাড়ি ফিরছিল। লকডাউনের জেরে দোকানপাট বন্ধ থাকায় তাদের দুমুঠো খাবার জোটেনি।এরা প্রায় ৩০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাদের দেখে অসহায় মনে হয় গ্রামবাসীদের এরপর তারা ব্যাবস্থা করেন খাওয়া দাওয়ার।গড়বাড়ি এলাকাবাসীরা বিশেষ করে মহিলারা তাদের খাবার বন্দোবস্ত করেন। তাদেরকে ভাত তরিতরকারি দিয়ে যত্ন সহকারে খাওয়ানো হয়।
এক পরিযায়ী শ্রমিক সন্দীপ কিস্কু জানান, হাতিয়া এলাকায় একটি কারখানায় ১৫জন শ্রমিক মিলে কাজে গিয়েছিলেন। লকডাউন এর জেরে বাস ট্রেন না চলায় তারা বাড়ি ফিরতে পাচ্ছিল না। তাই হাতিয়া এলাকা থেকে দুদিন পায়ে হেঁটে বড়বাড়ি এলাকায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। গ্রামবাসীরা তাদেরকে ডেকে এনে খাওয়া দাওয়া করান। শ্রমিকরা খাওয়া-দাওয়া করে আবার বাড়ির উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দেন।

সোমবার থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগ পরিষেবা

কলকাতা, ১০মে (হি. স.): আগামীকাল সোমবার থেকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগ পরিষেবা। ১৮৫ বছরের প্রাচীন এই মেডিকেল কলেজে এই প্রথম বন্ধ হল বহির্বিভাগ পরিষেবা। যা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছেন চিকিৎসক মহল।
এদিন হাসপাতালের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, করোনা আবহে বন্ধ থাকবে হাসপাতালের বহির্বিভাগ পরিষেবা। যদিও খোলা থাকবে ফিভার ক্লিনিক এবং এইচআইভি নিয়ন্ত্রণে আরটি সেন্টার। পাশাপাশি জরুরি বিভাগ, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব, রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথ্যালমোলজি পরিষেবা চালু থাকবে।
ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এটি রাজ্যের ৬৮ তম করোনা হাসপাতাল। এই করোনা হাসপাতাল থেকে যাতে বাইরের রোগীদের সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে বা বাইরে থেকে আসা কোন রোগী যাতে সংক্রমিত অবস্থায় এসে হাসপাতালে সংক্রমণ ছড়াতে না পারে সেই আশঙ্কা থেকেই বন্ধ রাখা হচ্ছে হাসপাতালের বহির্বিভাগ পরিষেবা।

সব ঠিক আছে-র কল্পচিত্র সৃষ্টি করছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা রাজ্যপালের

কলকাতা, ১০ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। উড়ে এসে যেন দমকা হাওয়ার মত শহরের রাজ করছে করোনা। এরই মাঝে ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রবিবার টুইট করে """সব ঠিক""" আছে-র কল্পচিত্র সৃষ্টি করছেন" এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল।
মুখ্যমন্ত্রীকে উল্লেখ করে রাজ্যপাল লিখেছেন," মানুষের অবর্ণনীয় দুর্গতির থেকে দৃষ্টি সরাতে। সুনিয়োজিতভাবে পূর্বপরিকল্পিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে 'সব ঠিক আছে'এর কল্পচিত্র সৃষ্টি করছেন। এই 'দৃষ্টি বিভ্রম' বাস্তব পরিস্থিতিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গভীর সঙ্কটাপন্ন। অসহায় মানুষের সাথে আর একটি নিষ্ঠুর পরিহাস"।

জরুরী পরিষেবা

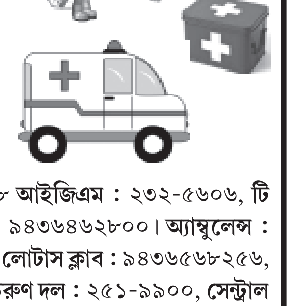

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দূরত্ব বজায় রাখতে বাজারে কড়া নজরদারি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১০ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহরতলী। করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের এর মাঝেও সকাল হতেই দোকানে ভিড় জমাচ্ছে শহরবাসী। তবে, করোনা মোকাবিলায় ফাঁক চাইছে না প্রশাসন। রবিবার ছুটির বেলাতেও বাজারে যাতে ভিড় না হয়, তাই দূরত্ব বজায় রাখতে বাজারে বাজারে কড়া নজরদারি কলকাতা পুলিশের।
করোনাকে হারাতে গেলে চিকিৎসকরা বারবারই পরামর্শ দিচ্ছেন ঘরে থাকার। দূরত্ব বজায় দূরত্ব বজায় রাখার। কিন্তু বাজারে গিয়ে দড়াদড়িতে সামাজিক দূরত্ব অনেক সময়ই বজায় থাকে না। আর যার জন্য বিভিন্ন বাজারে দোকানের বাইরে সুরক্ষা বলয় তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে। যাতে সুরক্ষা বলয়ের উপর দাঁড়িয়েই বাজার করতে পারে শহরবাসী। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাজার করছে কিনা সেদিকে কড়া নজরদারি কলকাতা পুলিশের।এদিন রাজাবাজার, নিউ আলিপুর মার্কেট, কালীঘাট মার্কেট সর্বত্রই নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

কঠিন পরিস্থিতিতে পৈতৃক ভিটেয় রেশন পৌঁছালেন দেব

কলকাতা, ১০ মে (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে চলছে লকডাউন। কিন্তু এই লকডাউনে খোদ তারকা সাংসদ দেবের খুড়তুতো ভাই খাদ্য সংকটে ভুগছিলেন এর পরেই সে খবর প্রকাশ্যে আসতেই রবিবার পৈতৃক ভিটেয় রেশন পৌঁছালেন তারকা সাংসদ দেব। টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন অভিনেতা।
শনিবার রাত থেকেই সাংসদের খুড়তুতো ভাইয়ের বক্তব্য আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়।দেবের ছোট কাকা প্রয়াত বিষ্ণুপদ অধিকারীর ছেলে বিক্রম বলেছিলেন, অভাবে তাঁদের দিন কাটছে। এর পরই তা প্রকাশ্যে আসতে রবিবার তার পৈতৃক ভিটেয় রেশন পৌঁছালেন দেব। এদিন টুইট করে এই গোটা ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করার পাশাপাশি দেব লিখেছেন, "এদিন সকালে কেশপুরের মহিষদা গ্রামের বাড়িতে রেশন পৌঁছে গিয়েছে।

ঝড়ের পাখি ডিরোজিও

চারের পাতার পর
ভারতীয়, যাঁরা যুক্তিবাদের সাহায্যে অত্যন্ত স্পষ্টবাবে ঘোষণা করেছিলেন—গঙ্গার পবিত্রতায় তাঁরা বিশ্বাস করেন না।
তাঁরা বলেছিলেন, পুজোর ঘরে মন্ত্রোচ্চারণের নামে ইলিয়াডের অংশবিশেষ আবৃত্তি হলো অনেক বেশি মানসিক শান্তির পক্ষে ইতিবাচক। প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন, এটা কি ত্য নয় যে আমাদের শাস্ত্রে নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ? খেলাখুলিভাবে না হলেও অনুমোদিত নয়, এমন কোনো অনুশাসন যদি শাস্ত্রগ্রন্থে থাকে, তবে সে শাস্ত্রগ্রন্থ কে আমি পদদলিত করি। এই কথা বলোর মত সাহাস এবং স্পর্ধা কিন্তু দেখতে পেরেছিলেন ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যেরা। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ

পাচের পাতার পর
ডলার দিতে হবে।এই অর্থ তাদের ভারতীয় দূতাবাসকে দিতে হবে। নৌবাহিনীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই দুইটি যুদ্ধজাহাজ সমস্ত রকমের সুবিধা রয়েছে। এমনকি স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে।

দাবি কেজরিওয়ালের

পাচের পাতার পর
বেশি পরিমাণে ট্রেনের ব্যবস্থা করবে দিল্লি সরকার। অযথা কেউ যেন পায়ে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা না দেয়।খাবার ও পানীয় জল ছাড়া বাড়ির উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দেওয়াটা বিপদজনক হতে পারে।এইভাবে নিজের রাজ্যে পায়ে হেঁটে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

শত-তম জন্ম জয়ন্তী

চারের পাতার পর
আদিম জীবজন্তুর কথা হুবহু বর্ণনা করে দিতেন। এই ব্যাপারে করণীয়টা কী তা মা বুঝেই উঠতে পারতেন না। শিশুকালে ঐ ধরনের আরও বিচিত্র কথা তিনি বলতেন এবং ঐ সব জন্তু জানোয়ারদের সাথে তাদের ভাষায় কী যেন কথাও বলতেন। নানা রকম ঐ রকম আলৌকিকতায় ব্যাপৃত ছিল তাঁর ছোট বেলায়। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলা ভার।"
তারপর শৈশব পেরিয়ে বালক। বালক থেকে যুবক। পর্যায়ক্রমে নানান বিচিত্র ও অবাক করার ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়ে —এক সময় ঐ শিশু চারাটি মহীরুহে পরিণত হলো।
অসম্ভব ধরনের ধীশক্তির অধিকারী, সর্ব ভাষা পারদর্শী, সমস্ত মার্গ দর্শনের প্রবক্তা হয়ে উঠলেন তিনি। রচনা করলেন এক সর্বানুসৃত আধ্যাত্মিক দর্শন---আনন্দ মার্গদর্শন। দিলেন সামাজিক-অর্থনৈতিক দর্শন — "প্রাউট"।
ধর্মীয় দর্শন আনন্দমার্গে ঘোষণা দিলেন-ধর্মের এক নতুন সংজ্ঞা। যা তথাকথিত ধর্ম মতবাদের পরিপন্থি।
গীতীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে ৩৫০০ বছর আগে বলেছেন—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহ" তখন ও বৌদ্ধ, খৃষ্ট বা ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিই হয়নি। এই ধর্মমতগুলির প্রবক্তারা জন্ম নিয়ে ছিলেন অনেক পরে। বৌদ্ধ ২৫০০ হাজার বৎসর পরে যীশুখ্রীষ্ট এসেছিলেন ২০০০ বৎসর পূর্বে। আর হজরত মোহম্মদ এসেছিলেন মাত্র ১৪০০ বৎসর পূর্বে।
তাই স্বধর্ম বলতে তিনি এই ধর্মগুলি বোঝাননি। আসলে হিন্দু ধর্ম, ইসলাম বা খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্ম এগুলি ধর্মনয় ধর্মমত বা মজহব বা (Religion) তা হলে ধর্ম বলতে শ্রী কৃষ্ণ কি বোঝাতে চাইলেন?
'ধর্ম শব্দটা এসেছে 'ধৃ'-ধাতুর উত্তর মন প্রত্যয় করে। ধর্ম শব্দের মানে যা ধারণ করে বা যাকে ধারণ করে রাখা যায়।
ধর্ম হলো একটা প্রাথমিক গুণ বা Noumenal quality এটা একটা প্রাচীন জার্মান শব্দ যা এক মৌলিক সত্তা। যা থেকে অনেক সত্তার সৃষ্টি যাকে বলা যায় Phenomenal তাই সেই মৌলিক সত্তা বা গুণ যার দ্বারা বস্তু চেনা যায়। যা বস্তুর পরিচিতি বহন করে—তাই "ধর্ম"।
উদ্ভিদ বা প্রাণীকুলের এক একটা Noumenal quality আছে যা দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীকে সম্যক রূপে বুঝা যায় চেনা যায়। তেমনিভাবে জীব বা প্রাণী শ্রেষ্ঠ মানুষের ও একটা Noumenal quality যা দ্বারা আর অন্যসব সজীব বা নির্জিব সত্ত্বা থেকে মানুষকে আলাদাভাবে চেনা যায়। কাজে কাজেই মানুষের ধর্মও একটাই। তার Noumenal quality বা মৌল সত্তা একটি তার একাধিক ধর্ম থাকতো পরেনা। তাই বহু ধর্মতবাদের তথা কথিত বহু ধর্ম এর অস্তিত্ব যুক্তিহীন, অস্তিত্বহীন।
শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজী তাই শ্রীকৃষ্ণের মত বহু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না তাই তিনি বলেছেন—
"মানুষ মানুষ ভাই ভাই সব মানুষের ধর্ম এক" বহু নয়। তিনি আরও বলেছেন—উদ্ভিদ ও পশুধর্ম মানুষের ধর্ম থেকে বিভিন্ন। পরধর্ম বলতে অন্যকোল মতবাদ আশ্রয়ী ধর্মমত নয়। পরধর্ম বলতে উদ্ভিদ পশু, জড় বস্তু ইত্যাদির Noumenal quality বা মৌলিক সত্ত্বাগতি ধর্ম বা Character বৈশিষ্টকে বুঝিয়েছেন। মনন শীল জীব মানুষের তো একটাই Noumenal quality এবং তা হলো-অনন্তং আনন্দংব্রহ্ম ইত্যাহু। অনন্ত আনন্দই ব্রহ্ম। সে আনন্দের শেষ নেই। অনন্ত আনন্দের অবগাহনই একমাত্র মানুষের ধর্ম। যার কোন আদি নেই অন্তত নেই। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম"।

স্কুল অফ ট্রপিক্যালে করোনা থাবা

কলকাতা,১০ মে (হি স): করোনা কাঁটায় ঘুম ওড়ার জোগাড় শহরবাসীর। আর এরই মাঝে ফের করোনা থাবা স্কুল অফ ট্রপিক্যালে। ফের করোনা আক্রান্ত স্কুল অফ ট্রপিক্যালের চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে মোট ৩জন।
সময়ের যত এগোচ্ছে ততই যেন বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে যেন শহরে রাজ করছে করোনা।আর সেই করোনা থাবা পরল এবার স্কুল অফ ট্রপিক্যালে । হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই তিন নতুন করোনা আক্রান্ত নমুনা পরীক্ষা করতে পাঠানো হলে সে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এই তিনজন করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা ১৮ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে হাসপাতালের তরফে। প্রত্যেকেরই নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

বিএসএফের

● **প্রথম পাতার পর**
সময় এসে যাচ্ছে। ফলে, তাঁদের অন্যত্র স্থানান্তরের বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানরা সুস্থ আছেন এবং তাদের মধ্যে কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুধু এক জওয়ান ও এক মহিলাকে কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তবে, তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়েও চিন্তার কোনও কারণ নেই, বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**
করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাট ও তামিলনাড়ু। পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গ এখানেও লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ফলে এই রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী রাজ্যগুলিকে বিশেষ প্যাকেজ দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন। সোনিয়া গান্ধীর এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। আশা করা যায় বৈঠকে এই বিষয়গুলো উঠে আসবে।

গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর**
স্ত্রী অনিমা চক্রবর্তীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
নিহতের তাদের পড়ুয়া এক পুত্র রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অরুন্ধতী নগর থানা এলাকার মিলন চক্র এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্ত খুনি স্বামীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

আটের পাতার পর
আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। এ ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতোমধ্যেই তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে, দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে তাদের এই টুইট করে কথা বলা কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘনের শামিল। এসময় দেশের গণমাধ্যম বিষয়ে মন্তব্যকারী কূটনীতিকদের উদ্দেশে করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যের বিষয়ে বলার আগে নিজের দেশের প্রশ্নগুলো নিরসন করাই শ্রেয়।

তৎপরতায় উদ্ধার ১৪

আটের পাতার পর
একটি বাড়ির দেওয়া ধসে পড়ে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশের রেস্কিউ ভ্যান, দমকল বাহিনীর চারটি ইঞ্জিন। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির থেকে সাত জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা। পরে উদ্ধার কাজে হাত লাগায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা। এখনো পর্যন্ত ১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুইজনের চোট গুরুতর না হলেও তাদের অস্কার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দেওয়া যখন দেওয়া ধসে পড়েছিল তখন সেখানে অনেকে ঘুমিয়ে ছিল।উদ্ধার কাজ এখনো চলছে বলে জানা গিয়েছে।

বিষয় শুনানির নির্দেশ

আটের পাতার পর
ডাইরেকশন দেওয়ার কথা বলা হয়।
সে অনুযায়ী রবিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে সুপ্রিমকোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে ফুলকোর্ট সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফুলকোর্ট সভায় আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০-এর আওতায় হাইকোর্ট বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রুল সংশোধন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকটিস ডাইরেকশনের অনুমোদন দেয়া হয়।এছাড়া অধ্যাদেশের ধারা-৫ এ পদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভার্চুয়াল শুনানির মাধ্যমে অধস্তন আদালতের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাকটিস ডাইরেকশনেরও অনুমোদন মেলে ফুলকোর্টে। এসব প্রাকটিস ডাউরেকশন রবিবার সন্ধ্যায় সুপ্রিমকোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
এদিকে, আদালতের ছুটি চলাকালে জরুরি জামিন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য নিম্ন আদালতের প্রতি আদেশ দিয়ে রোববার সুপ্রিমকোর্ট প্রশাসপনা জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস রোগ কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ রোধ মোকাবেলা এবং এর ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামী ১৬ মে পর্যন্ত সকল আদালতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছুটি চলাকালে (সাপ্তাহিক ও বর্ষপুঞ্জিতে উল্লেখিত ছুটি ব্যতীত) বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর এলাকার মহানগর দায়রা জজ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক, বিশেষ জজ, শিশু আদালতের বিচারক, সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারককে এবং চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রে/ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নিজে অথবা তার নিয়ন্ত্রণাধীন এক বা একাধিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০ এবং হাইকোর্ট কর্তৃক জারিকৃত বিশেষ প্রাকটিস নির্দেশনা অনুসরণ করে শুধু জামিন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।এছাড়া সাধারণ ছুটি চলাকালীন ও অবকাশকালীন সময়ে হাইকোর্ট বিভাগে জরুরি বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য তিনটি পৃথক বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে।এর মধ্যে বিচারপতি মো. ওবায়দুল হাসানকে অতীব জরুরি সকল প্রকার রিট ও দেওয়ানী মোশন, বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিমকে অতীব জরুরী সকল প্রকার ফৌজদারি মোশন ও এ সংক্রান্ত জামিন শুনানি এবং বিচারপতি মো. খুরশীদ আলম সরকারকে আদিম অধিক্ষেত্রাধীন অতীব জরুরী বিষয়সমূহ শুনানির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. নুরুজ্জামানকে চেম্বার বিচারপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এর আগে ২৬ এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ফুল কোর্ট সভায় ভার্চুয়াল কোর্ট চালুর প্রয়োজনীয় আইনগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।ওই সভায় ভার্চুয়াল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিচারক, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক সংস্কারসংক্রান্ত বিশেষ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।এরপর প্রধান বিচারপতি এ-সংক্রান্ত আইনি জটিলতাগুলো দূরীকরণে উদ্যোগ নেন।পরবর্তীতে গত বৃহস্পতিবার (৭মে) ভিডিও কনফারেন্সসহ অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে আদালতের কার্যক্রম চালানোর সুযোগ তৈরি করতে আদালত কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। এরপর শনিবার এই অধ্যাদেশ জারি হয়।

মুখ্যসচিব

● **প্রথম পাতার পর**
পুলিশের সাথে আলোচনা করেন। সেখান থেকে ছুটে যান যাত্রী ও চালকদের কোয়ারেন্টাইন করে রাখা খেরেংজুরি জহর নবোদয় বিদ্যালয়ে। সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এসকে রাকেশ। তারপর সেখান থেকে পানিসাগর উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। কিন্তু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য লরি চালক ও যাত্রীদের সুবিধে-অসুবিধের কোন খোঁজ খবরই নেননি মুখ্য সচিব। পরিদর্শন করেননি বিপদজনক স্থানে অবস্থিত ১৮ কিমি ত্রিপুরা অসম সীমান্ত।এককথায় দায়সারা মনোভাবে করোনা ভাইরাসের মহামারীতে বিপদজনক স্থান অর্থাৎ রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়ি পরিদর্শন করলেন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব। পন্যবাহী লড়ি চালকদের খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে কোন কিছুর খোঁজ খবর নিলেননা অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশ। খোঁজখবর নিলেন না যাত্রীদেরও। শনিবার মাঝরাত থেকে অসম সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক অসমে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিয়েছে।
চালকদের অভিযোগ ২/৩ দিন থেকে কাঁচামাল থেকে শুরু করে ফল ও মাছের গাড়িগুলি দাঁড়ানো থাকায় সকল সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনকি চালকদের মধ্যে খাদ্য সংকটও দেখা দিয়েছে।যেহেতু রাজ্যের একমাত্র প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়ি সুতরাং এই প্রবেশদ্বারে করোনা মোকাবিলা করতে কতটুকু তৎপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিশেষ করে আজ রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এসকে রাকেশ দায়সারা মনোভাবে চুড়াইবাড়ি পরিদর্শনের পর স্থানীয় জনগণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের চাকল ও যাত্রীদের মধ্যে তীব্র কৌতুহল দেখা দিয়েছে। এমনকি সংবাদমাধ্যমের সামনে কোন প্রকার মন্তব্য করেননি অতিরিক্ত মুখ্য সচিব।
সুতরাং ঝুঁকিপূর্ণ সান তথা রাজ্যের প্রবেশদ্বার পরিদর্শন করে উত্তর জেলার জেলা আকারিকদের কোন নিয়ম কানুন বা উন্নত পরিকাঠামোর নির্দেশ দিয়ে গেলেন কি না তা সম্পূর্ণ ধোঁয়াশার মধ্যে বিরাজ করছে।মহামারী করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে ঘরে থাকা ও সামাজিক দূরত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন কিন্তু আজকের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশের চুরাইবাড়ি পরিদর্শন কালে আমজনতা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখলেও রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিক গন সামাজিক দূরত্বকে তোয়াক্কা করেননি।এক কথায় ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়ি কিন্তু বিপদজনক অবস্থানে রয়েছে। এখানে গাড়ি গুলিকে সেনিটাইজ করা হচ্ছে না। তা ত্রিপুরার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকির বিষয়। রাজ্য সরকারকে সীমান্ত সুরক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার ও তার আশপাশ এলাকাকে সুরক্ষিত রাখলে ত্রিপুরার জন্য ঝুঁকি কম থাকবে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

ব্যপারী

● **প্রথম পাতার পর**
গোপন সূত্রে খবরটি যায় বিশ্বজিৎ সিনহার কাছে।তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ড্রাগস খদ্দেরদের কাছ থেকে কালামের নম্বর নিয়ে ক্রেতা সেজে তাঁকে ফের এখানে আসার অনুরোধ জানান।এর কিচ্ছুক্ষন পর বিক্রির উদ্দেশ্যে কালাম উদ্দিন ঘটনাস্থলে আসতেই বিশ্বজিৎ ও তাঁর আরোও সঙ্গীরা তাঁকে পাকড়াও করে ফেলেন।তার কাছ থেকে মোট চৌদ্দ কৌটা ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।যার বাজার মুল্য অনুমানিক কুড়ি হাজার টাকার মত হবে বলে জানা গেছে।এদিকে বিশ্বজিৎ সিনহা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের কাছে অভিযোগ করে বলেন, ইদানিং কালে বৃহত্তর পাথারকান্দি এলাকায় নেশাজাতীয় সামগ্রীর রমরমা ব্যবসা চলছে।
দীর্ঘদিন থেকে পাথারকান্দি এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাচার হয়ে আসছে। অচল হয়ে যেখানে এই ধরনের অসামাজিক কাজকর্মে যুব প্রজন্ম প্রায় ধংসের মুখে ধাবিত হচ্ছে।এব্যাপারে সঠিক তদন্ত ক্রমে অবাদে ড্রাগস ব্যবসায়ীদের প্রতি বিহিত ব্যবস্থা নিতে তিনি জেলা প্রশাসনের কাছে জোরালো আর্জি জানান।এদিকে ধৃত যুবকের স্বীকার উক্তি ধরে গতকাল রাতে পাথারকান্দি থানার ইন্সপেক্টর ওসি তানবীর আহমেদ মধুরবন্দ লাগোয়া খিলরবন্দ এলাকার প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে উঠে আসা রিকশা চালক আহমদ আলীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এ কান্ডের নেপথ্যে নায়ক তথা মুল ড্রাগস কারবারি আহমদ আলীর পুত্র নাসির উদ্দিনকে পাঁকড়াওয়ের চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ যান।তবে তাকে ধরতে পুলিশ সবদিকে জাল বিছিয়েছে বলে জানিয়েছেন ওসি।এ কান্ডে পাথারকান্দিতে নয়টি স্কুলের স্থপতি রিকশাওয়ালা আহমদ আলীর পুত্রের নাম প্রকাশ্য বেরিয়ে আসতেই এলাকার বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

ভগৎ সিং

● **প্রথম পাতার পর**
এসে ছোট ছোট দোকান থেকে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সামগ্রী কিনে নিচ্ছে। তাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকছে না। যেকোনও সময় করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। এলাকাবাসীর দাবি বিএসএফ জওয়ানদের এখান থেকে অপেক্ষাকৃত কম জনবহুল এলাকা যেমন মোহনপুর, দমদমিয়া ইত্যাদি জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তারা বিএসএফ জওয়ানদের প্রতি অনেকটাই সহানুভূতিশীল। তারাও দেশের নাগরিক। তাদেরও চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। তবে ঝুকিপূর্ণ এলাকাতে কিভাবে রাখা হচ্ছে। এই বিষয়টি প্রশাসনকে জানানোর জন্যই এদিন ভিআইপি সড়কে এলাকার লোকজন জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু, পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের কোন কথাই না শুনে ব্যাপক লাঠিচার্জ করা হয়েছে।

উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর**
বচসা শুরু হয়ে যায়। পরে তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। যদিও পরে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল নাকুলা সেক্টর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার মিটার উচ্চতায় অবস্থিত।এই সেক্টরের সাথে সড়কপথে যোগাযোগ নেই। ফলে খুবই দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ওখানে টহল দিতে হয়।ভারতীয় সেনাবাহিনী তরফ থেকে হাতাহাতি হওয়ার ঘটনাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সেন্টার থেকে জানানো হয়েছে দুই তরফের মধ্যেই হাতাহাতি হয় এবং দুই তরফেই আক্রমণাত্মক ছিল। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

নয়াদিল্লী

● **প্রথম পাতার পর**
ওই ট্রেন সফরে বিশেষ কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ ট্রেনের টিকিট কেবলমাত্র আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে রেল স্টেশনে কাউন্টার থেকে কোনও টিকিট নেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ, ওই সমস্ত কাউন্টার বন্ধ থাকবে। টিকিটে আসন নিশ্চিত হলে তবেই কোনও যাত্রী সফর করতে পারবেন। সাথে অবশ্যই সচিত্র পরিচয়পত্র থাকতে হবে। তবেই রেল স্টেশনে ঢুকতে পারবেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া, প্রত্যেক যাত্রীকে মাস্ক পরতেই হবে। রেলওয়ে আরও জানিয়েছে, ট্রেন সফর শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেক যাত্রীর স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক। এ-ক্ষেত্রে করোনা-র লক্ষণহীন যাত্রীকেই ট্রেনে সফর করতে দেওয়া হবে।

ধসে শিশুর মৃত্যু

আটের পাতার পর
একটি বোন ও মা রয়েছে বলে জানা যায় ন বাবার অবর্তমানে দরিদ্র এই পরিবারে মর্মান্তিক এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ন রবিবার প্রিয়াঙ্কা মজুমদারের নিথর দেহ পোস্টমর্টেম এর পর পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এদিকে মর্মান্তিক এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সমস্ত লোকজন সহ পাড়া প্রতিবেশী সকলে।

পণ্যবোঝাই ট্রেন

আটের পাতার পর
ষ্টেশনের কন ট্রাকচ্যুয়াল লেবার ইউনিট কমিটির সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র দাস। দীর্ঘ পর গৌহাটি থেকে এই পণ্যবাহী ট্রেন আসে এদিন। এই ট্রেনে করে মাছ, সজ্জি, ফল, প্লাস্টিকের সামগ্রী ও কসমেটিক্সের বিভিন্ন সামগ্রী আসে। লক ডাউনের ফলে এতদিন ট্রেন বন্ধ ছিল। অনেক দিন পর এদিন ট্রেন আসে রাজধানীর আগরতলার বাধারঘাট ষ্টেশনে।

াঙ্গন

মেসি নয়, সর্বকালের সেরা মারাদোনা: কানাভারো

রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসিকে অনেকে ইতিহাসের সেরা হিসেবেও দেখেন। বার্সেলোনা তারকার জাদুকরী ফুটবলে মুগ্ধ ফাবিও কানাভারোও; তবে সবসময়ের সেরার প্রশ্নে দিয়েগো মারাদোনাকে বেছে নিলেন ইতালির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দুই আর্জেন্টাইনের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন কানাভারো। বর্তমানে চায়নিজ ক্লাব গুয়াংজু এভারগ্রান্দের কোচের দৃষ্টিতে মেসি হলেন সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার, আর ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক মারাদোনা সর্বকালের সেরা।

"আমি মেসিকে অনেক শ্রদ্ধা করি। নতুন প্রজন্মের জন্য সে অন্যতম সেরা, কিন্তু মারাদোনার কথা আলাদা কারণ তখনকার ফুটবল ছিল অন্য ধরনের। প্রতিপক্ষ তাকে প্রচুর লাথি মারত, কিন্তু সে সবসময় নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখত।"

"মেসি শীর্ষেই আছে, তবে মারাদোনা অন্য জগতের। আমি কখনই তাকে অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে তুলনা করি না।"

পেলের খেলা দেখেননি ৪৬ বছর বয়সী কানাভারো। তাই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তিকে বিবেচনায় আনেননি ২০০৬ বিশ্বকাপ ও ওই বছরের ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারজয়ী এই সাবেক ডিফেন্ডার।

"আমি কখনও পেলের খেলা দেখিনি, তবে মারাদোনার খেলা দেখেছি। সাত বছর ধরে তার প্রতিটা ম্যাচ দেখেছি। সে অন্যতম সেরা নয়, সেই সেরা।"

বার্সেলোনার হয়ে একটি করে কোপা দেল রে, কোপা দে লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতা মারাদোনা ক্লাব ক্যারিয়ারে সেরা সময় কাটান নাপোলিতে। ইতালিয়ান দলটির হয়ে দুটি সেরি আ ও একটি করে উয়েফা কাপ, ইতালিয়ান কাপ ও ইতালিয়ান সুপার কাপ জেতেন তিনি।

ক্লাব ক্যারিয়ারে মেসির অর্জন অনেক। বার্সেলোনার হয়ে ১০টি লা লিগা ও চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ ৩৪টি শিরোপা জিতেছেন ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। তবে জাতীয় দলের হয়ে এখনও জিততে পারেননি কিছু।

স্পেনের শীর্ষ দুই লিগের ৫ ফুটবলার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

স্থগিত ফুটবল মৌসুম মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনায় ধাক্কা খেয়েছে স্পেন। দেশটির শীর্ষ দুই লিগের পাঁচ জন ফুটবলারের করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।

তাদের কারও মধ্যে উপসর্গ দেখা যায়নি বলে রোববার জানায় লা লিগা। তবে বিবৃতিতে কারো নাম জানানো হয়নি। আক্রান্তদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। টানা দুইবার কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হলেই কেবল তারা পুনরায় অনুশীলনে যোগ দিতে পারবেন।

মার্চ থেকে স্থগিত থাকা মৌসুম আগামী জুনে পুনরায় শুরুর লক্ষ্য লা লিগা কর্তৃপক্ষের। সে লক্ষ্যে শুক্রবার থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন শুরু করে বার্সেলোনাসহ বেশ কয়েকটি ক্লাব।

বিশ্বব্যাপী আঘাত হানা কোভিড-১৯ মহামারীতে বাজেভাবে আক্রান্ত দেশগুলোর একটি স্পেন। বিবিসির তথ্য মতে, রোববার পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ ২৪ হাজারের বেশি, মারা গেছেন ২৬ হাজার ৬২১জন।

গোল্ডেন বুট ভাগ করে নিতে চান এমবাপে

লিগ ওয়ানের এবারের আসরে দুজনের গোল সংখ্যা সমান, কিন্তু গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছে শুধু কিলিয়ান এমবাপেকে। তাই সমান গোল করা মোনাকোর ফরোয়ার্ড বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কারটি ভাগাভাগি করে নিতে চান পিএসজি তারকা এমবাপে।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে ফরাসি লিগের ২০১৯-২০ মৌসুম মাঝপথে বাতিল হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় পিএসজিকে। এমবাপে ও বেন ইয়েদের করেছেন সমান ১৮ গোল। তবে ওপেন প্লে থেকে এমবাপের গোল বেশি হওয়ায় গত শুক্রবার তাকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। বেন ইয়েদেরের তিনটি গোল ছিল পেনাল্টি থেকে।

অভিনন্দনের জন্য শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান এমবাপে। সেখানেই তার জাতীয় দলের সতীর্থ বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কার ভাগাভাগি করার ইচ্ছার কথা জানান ফরাসি ফরোয়ার্ড।"আপনাদের সবার বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয়, বেন ইয়েদেরও পুরস্কারটি পাওয়ার যোগ্য। প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমে যেমন যৌথভাবে গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছিল, আমাদেরও তাই করা উচিত।"গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন যৌথভাবে লিভারপুলের দুই ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহ ও সাদিও মানে এবং আর্সেনালের ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। তিন জনেরই গোল ছিল ২২টি করে।

এমবাপের এমন ভাবনার কারণে তাকে ধন্যবাদ জানান বেন ইয়েদের, "ধন্যবাদ ভাই, তোমাকে অভিনন্দন... তুমি চাইলে আমরা অদলবদল করতে পারি।"

গত মৌসুমেও ফরাসি লিগে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন এমবাপে। সেবার তিনি করেছিলেন ৩৩ গোল।

লঙ্কান অধিনায়কের মূল লক্ষ্য র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলঙ্কার অবস্থান মাঝামাঝি, কিন্তু ওয়ানডেতে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা নিচের দিকে। র‍্যাঙ্কিংয়ে দলের এমন অবস্থানে মোটেও সন্তুষ্ট নন দলটির ওয়ানডে ও টেস্ট অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে। দুই সংস্করণেই নিজেদের দেখতে চান শীর্ষ চারে।

চলতি মাসের শুরুতে র‍্যাঙ্কিংয়ের বার্ষিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। টেস্টে ৯১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে শ্রীলঙ্কা। ওয়ানডেতে আটে ১৯৯৬ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা, রেটিং পয়েন্ট ৮৫।

নিজেদের ওয়েবসাইটকে রোববার দেওয়া সাক্ষাৎকারে র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতির ভাবনার কথা জানান করুনারত্নে।

"র‍্যাঙ্কিং, র‍্যাঙ্কিং ও র‍্যাঙ্কিং এটাই এখন মূল লক্ষ্য। কেবল ওয়ানডেতে নয়, টেস্ট ক্রিকেটেও শ্রীলঙ্কার শীর্ষ চারে থাকা জরুরি।"

"পরোক্ষভাবে এটা দ্বারা সেমি-ফাইনাল বুঝায়, সম্ভবত শিরোপা থেকে দুই ধাপ দূরে থাকা। সেক্ষেত্রে নিজেদের দিনে ভালো করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব।"

র‍্যাঙ্কিংয়ে দলের উন্নতির পাশাপাশি নিজের পারফরম্যান্স নিয়েও ভাবছেন করুনারত্নে। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সফল টেস্ট ওপেনার তিনি; ২০১৮ সাল থেকে ৪০.৯৬ গড়ে এক হাজার ৩৫২ রান করেছেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান। এই সময়ে ওপেনারদের মধ্যে কেবল নিউ জিল্যান্ডের টম ল্যাথাম তার চেয়ে বেশি রান করতে পেরেছেন।

লাল বলের ক্রিকেটে আরও ভালো করার সম্ভাবনা ছিল তার। এই সময়ে ১২টি পঞ্চাশোর্ধ ইনিংসের মাত্র দুটিকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করতে পেরেছেন তিনি। এ নিয়ে অবশ্য তার কোনো আক্ষেপ নেই।

"৬৬ টেস্ট ম্যাচে আমার নয়টি সেঞ্চুরি। অনেকের মতে, আমি ২৪ হাফ-সেঞ্চুরির কয়েকটিতে সেঞ্চুরি করতে পারতাম বা আমার উচিত ছিল, আমার সেঞ্চুরির সংখ্যা তাতে বাড়ত। তবে আমি প্রতিটি ম্যাচ থেকে শিখছি। টেস্ট ক্রিকেট সর্বোচ্চ সংস্করণ এবং এটা পার্কে হাঁটার মত নয়। আমার লক্ষ্য ২৫ সেঞ্চুরি ও পঞ্চাশোর্ধ গড়।"

রোনালদোর চোখে ব্যালন ডি'অর প্রাপ্য ছিল যাদের

খেলোয়াড়ী জীবনে তাদের প্রাপ্তি অনেক। কিন্তু একটি অপূর্ণতা রয়ে গেছে, কখনও জেতা হয়নি ব্যালন ডি'অর। এমন পাঁচ জন সাবেক খেলোয়াড়ের কথা বলেছেন রোনালদো, বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারটা যাদের প্রাপ্য ছিল বলে মনে করেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি।

রোনালদো নিজে ব্যালন ডি'অর জিতেছেন দুইবার, ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে। ফিফা বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনবার, ১৯৯৬, ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে। তার মতে, ইতালির বিশ্বকাপজয়ী দুই ফুটবলার আলেস্সান্দ্রো দেল পিয়েরো ও ফ্রান্সেসকো তত্তি, দেশটির কিংবদন্তি ডিফেন্ডার পাওলো মালদিনি, স্পেনের সাবেক তারকা ফরোয়ার্ড রাউল গনসালেস ও ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী রবের্তো কার্লোসের ব্যালন ডি'অর না পাওয়াটা ছিল অন্যায্য।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম লাইভে দেল পিয়েরোর সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের এমন ভাবনার কথা জানান বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রোনালদো।

সতীর্থদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ওয়ার্ন

ক্যারিয়ারে ছিল নানা বিতর্কিত ঘটনা। কিছু বিষয়কে কখনও পাত্তা দেননি শেন ওয়ার্ন। তবে একটি ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল কিংবদন্তি লেগ স্পিনারকে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে দল থেকে বাদ পড়া মেনে নিতে পারেননি তিনি। সতীর্থদের সামনে ভেঙে পড়েছিলেন কান্নায়।

২০০৩ বিশ্বকাপের আগে মাদক পরীক্ষায় ধরা পড়েন ওয়ার্ন। হন এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া ও জিম্বাবুয়েতে হওয়া সেই আসর শুরুর আগেই দেশে ফিরতে হয় তাকে।

যে মাদকের জন্য ওয়ার্ন নিষিদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি নাকি ওজন কমানোর জন্য দিয়েছিলেন তার মা। ওয়ার্ন জানান, ধারণাই ছিল না এটার জন্য নিষিদ্ধ হবেন তিনি।

ফক্স ক্রিকেটের একটি আয়োজনে টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (৭০৮টি) শুনিয়েছেন নিজের সেই দুঃস্মৃতির কথা।

"আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তাই দলকে জানাতেই হতো, যা ছিল খুবই কঠিন। কারণ আমি মাদকবিরোধী, আমি এসব নিতাম না, কখনও ছুঁয়েও দেখিনি।"

"বিশ্বকাপের ঠিক আগ মুহূর্তে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া ছিলতাদের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটানোয় আমার খুবই খারাপ লেগেছে কারণ, আমরা সবাই ওই বিশ্বকাপ জেতার চেষ্টায় ছিলাম। দলের সামনে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। খুবই কষ্টকর ছিল।"

ওয়ার্নকে ছাড়াই সেবার অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপ জেতে অস্ট্রেলিয়া। ঘরে তোলে নিজেদের তৃতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা।

নিষেধাজ্ঞা থেকে ওয়ার্ন ফেরেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে। পরের দুই বছরে ২৩.৪৯ গড়ে নেন ১৬৬ টেস্ট উইকেট।

'মেসি-রোনালদোর সিংহাসনে বসবে এমবাপে-নেইমার'

প্রায় এক যুগ ধরে ফুটবল বিশ্বকে শাসন করা লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো এগিয়ে চলেছেন ক্যারিয়ারের শেষ দিকে। সময়ের দুই সেরা ফুটবলারের রেখে যাওয়া আসনে দুই পিএসজি সতীর্থ নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপেকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস আর্সেন ভেঙ্গারের।

রেকর্ড ছয়বার বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন ৩২ বছর বয়সী মেসি, পাঁচবার ৩৫ বছর বয়সী রোনালদো। আর্সেনালের সাবেক ফরাসি কোচ ভেঙ্গারের মতে, তাদের যুগ প্রায় শেষের দিকে।

টকস্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন ৭০ বছর বয়সী ভেঙ্গার।

"মেসি ও রোনালদোর মত এমন ফুটবলার আমরা দেখিনি, যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে তারা দারুণ সৃজনশীল হতে পারে। তারা এখন ক্যারিয়ারের শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"

"এখন পরবর্তী প্রজন্মের সময় এবং তারা সম্ভবত ফ্রেঞ্চ। এই মুহূর্তে, এমবাপে এগিয়ে থাকতে পারে এবং অবশ্যই আমরা নেইমারের সম্পর্কে তো জানিই।"

২৮ বছর বয়সী নেইমার পিএসজির আগে দারুণ সফল সময় কাটান বার্সেলোনায়। এরপর প্যারিসে এসেও পেয়েছেন অনেক সাফল্য। পিএসজির গত তিন মৌসুমের সাফল্যে ব্রাজিলিয়ান তারকার পাশাপাশি সমান অবদান আছে ২১ বছর বয়সী এমবাপেরও।

২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপে ফ্রান্সের শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়ক এমবাপে। জাতীয় দলের হয়ে নেইমার জিতেছিলেন ২০১৩ ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ। ২০১৬ রিও অলিম্পিকে দেশকে সোনা জেতাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

করোনাভাইরাস: আক্রান্ত ব্রাইটনের আরেকজন

ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের আরেক ফুটবলারের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের দলটির তিন জন খেলোয়াড় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হলেন।নতুন আক্রান্ত ফুটবলারের নাম জানানো হয়নি। গত শনিবার তার পরীক্ষা করানো হয়েছিল; ফল পজিটিভ আসায় আগামী ১৪ দিন সবার থেকে আলাদা থাকতে হবে তাকে। মহামারীর শুরুর দিকে ক্লাবটির দুইজন খেলোয়াড় আক্রান্ত হয়েছিলেন।এতদিন মাঠেই আলাদাভাবে অনুশীলন করে আসছিলেন ব্রাইটনের ফুটবলাররা। নতুন আক্রান্তের খবরের পরও ক্লাব কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, এভাবে অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারবেন সবাই।গত ১৩ মার্চ থেকে বন্ধ আছে প্রিমিয়ার লিগ। প্রতিটি ক্লাবের এখনও ৯টি করে ম্যাচ বাকি। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে জুনে লিগ মৌসুম চালু করার পরিকল্পনা চলছে। সে লক্ষ্যে আগামী সোমবার প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

করোনা কেয়ার সেন্টার স্থাপন নিয়ে দুষ্টচক্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ঃ বিজেপি

আগরতলা, ১০ মে।। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ হাসপাতাল স্থাপন এবং করোনা কেয়ার সেন্টার স্থাপন নিয়ে কিছু অসাধু দুষ্টচক্রী নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে এরা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগনের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এদের পেছনে রাজ্যের বিরোধী দলের কতিপয় নেতার প্রত্যক্ষ ভূমিকাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দীর্ঘ বেশ কয়েকমাস ধরে সমগ্র বিশ্বে মানবজাতির জন্য সৃষ্ট সঙ্কটকালের প্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও সারাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরাও করোনা সংক্রমণ বিরোধী যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যেও বিস্তর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম থেকেই বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ গুচ্ছ ব্যবস্থাদি নেয়। ফলে বিভিন্ন রাজ্যে সংক্রমিতদের সংখ্যা বাড়লেও এই রাজ্যে তার কোন প্রভাবই বিশেষ লক্ষ্য করা যায়নি। যদিও করোনার প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত বাংলাদেশকে ঘিরে শঙ্কা ছিল বিভিন্ন মহলে।

যদিও এখন পর্যন্ত রাজ্যের সচেতন নাগরিকরা করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন। এইজন পার্টি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কিন্তু আগামীদিনেও কিছু কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করা বিশেষ প্রয়োজন। একই সঙ্গে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দারা যারা কোন না কোন কারণে বহিঃরাজ্যে গিয়ে আটকে পড়েছেন তাদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় তাদের প্রতিও যথেষ্ট সহযোগীতার মনোভাব পালন করতে হবে পার্টির কার্যকর্তা এবং সচেতন নাগরিকদের।

গত কয়েকদিনে রাজ্যের পরিস্থিতিও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ান ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই ভাইরাসের বিস্তার ঘটেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকেও কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে।

জনকল্যাণকামী সরকার হিসেবে বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বাধীন সরকার কোন অবস্থাতেই রাজ্যের মানুষের সুরক্ষাকে খাটো করে দেখতে পারেনা। রাজ্যবাসীর জীবন ও স্বার্থরক্ষা সরকারের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শতাধিক জওয়ান সংক্রমিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্য সরকার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে বাদ দিয়ে বাকি ৭টি জেলায় করোনা কেয়ার সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্ভাব্য যেকোন বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রশাসন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই সেন্টারগুলি স্থপানের উদ্যোগ নিয়েছে।

রাজ্যের কোথাও সংক্রামিতদের পাওয়া গেল তাদের শারিরীক অবস্থার নিরিখে সংশ্লিষ্ট সেন্টারগুলিতে নিয়ে আসা হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা রাজ্যের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে পার্টির সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তাদের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন। পার্টির কার্যকর্তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিভাবে তাদের সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করবেন তা নিয়েও তিনি নির্দেশিকা জারি করেছেন।

পার্টির রাজ্য সভাপতি ডা. মানিক সাহা পার্টির সমস্ত জনপ্রতিনিধি এবং কার্যকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে তারা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ হাসপাতাল স্থাপন এবং করোনা কেয়ার সেন্টার স্থাপন নিয়ে কিছু অসাধু দুষ্টচক্রী নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে এরা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগনের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এদের পেছনে রাজ্যের বিরোধী দলের কতিপয় নেতার প্রত্যক্ষ ভূমিকাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই অবস্থায় পার্টির সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি এবং কার্যকর্তাদের সদা সতর্ক থেকে যেকোন ধরনের ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে জনগনের স্বার্থে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি সঠিক বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা নেবার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। তবে পার্টির সর্বস্তরের কার্যকর্তাদের নিজেদের সুরক্ষাবিধি মেনে চলার আহ্বানও তিনি জানিয়েছেন।

বনকুমারী বাজারের নাইট গার্ডের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। রাজধানী সংলগ্ন বনকুমারি হাসপাতাল পাড়ার পশু হাসপাতালের বারান্দা থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ।মৃত ব্যক্তির নাম শম্ভু দাস। পেশায় বনকুমারি বাজারের নৈশপ্রহরী। একই সঙ্গে ফেরি করে জিনিসপত্র বিক্রয় করতে বলেও জানা গেছে। রবিবার পশু হাসপাতালের বারান্দায় ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় শম্ভু দাসের মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং স্ত্রী বর্তমান। এলাকায় ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন বলে জানায় বাসিন্দারা। আত্মহত্যার বিষয়টি স্পষ্ট নয় কারুর কাছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় কলেজ টিলা ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। গৃহকর্তার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বাংলাদেশে ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ৮৮৭ জনের করোনা শনাক্ত আরও ১৪ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১০।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ৮৮৭ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ায় প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ হাজার ৬৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। আরও ১৪ জনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে রবিবার পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৮ জনে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৫ হাজার ৬৪২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৫ হাজার ৭০৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় একদিনে দেশে রেকর্ড ৮৮৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে।নতুন করে মারা যাওয়া ১৪ জনের মধ্যে ১০ জন পুরুষ এবং চারজন নারী বলে জানান নাসিমা সুলতানা।এছাড়া নতুন করে ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৩৬ জন করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ায় মোট ২ হাজার ৫৬৫০ জন সুস্থ হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

কভিড-১৯ : অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালো : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১০।। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, সরকারের সময়োচিত নানা পদক্ষেপের কারণে এখনও অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালো। কিন্তু যেকোনো পরিস্থিতিই তৈরি হতে পারে, মারাত্মক আকারও ধারণ করতে পারে। সেজন্যও সরকার নানাধরণের প্রস্তুতি নিয়েছে এবং নিচ্ছে। সেইসাথে জনগণকে প্রতিদিন পরিস্থিতি অবহিত করা হচ্ছে। রবিবার দুপুরে সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসকল কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী।

এদিকে,বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করার আগে ইউরোপ-আমেরিকা-ভারত-পাকিস্তানের পরিস্থিতির দিকে বিএনপিকে তাকানোর পরামর্শ দিয়ে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ রবিবার বলেন, তাহলেই তাদের তুলনায় আমাদের পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদসহ বিএনপি নেতারা নানাধরণের কথা বলে আসছেন উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান বলেন, তাদের এই কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকার ভালো উদ্যোগগুলো যাতে বাধাগ্রস্ত হয়। সেই লক্ষ্য নিয়েই তারা এসব কথা বলছে। অথচ এই সময় বাদানুবাদের রাজনীতি কোনভাবেই কাম্য নয়।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কয়েকজন বিদেশি কূটনীতিকদের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তথ্যমন্ত্রী বলেন,আমরা লক্ষ্য করেছি যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতসহ সাতজন রাষ্ট্রদূত টুইট করে বাংলাদেশের

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিহারে করোয়ান আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬২৯

পাটনা, ১০ মে (হি. স.): বিহারে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৮। ফলে রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২৯।রবিবার সকালে এই তথ্যই জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সঞ্জয় কুমার

নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ৭ জন সাহারসা, ৭ জন মাধেপুরা জেলার বাসিন্দা। পাশাপশি দুইজন দ্বারভাঙ্গা এবং আরারিয়া ও বেগুসরাইতে আক্রান্ত একজন করে।

উল্লেখ করা যেতে পারে দেশজুড়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২৯৩৯ এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪১৪৭২। সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরেছে ১৯৩৫৮। মৃতের সংখ্যা ২১০৯।

বাংলাদেশের ভার্চুয়াল কোর্টে শুধু জামিন ও জরুরি বিষয় শুনানির নির্দেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১০।। করোনার সংক্রমণ রোধে সাধারণ ছুটি চলাকালে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে অধস্তন আদালতে জরুরি জামিন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ শুনানির জন্য সারা দেশের অধস্তন আদালতের প্রতি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।এছাড়া উচ্চ আদালতেও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে জরুরি বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগের জন্য পৃথক তিনটি বেঞ্চ এবং আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে রবিবার এ সংক্রান্ত পৃথক নির্দেশনা জারি করে সুপ্রিমকোর্ট প্রশাসন।এই নির্দেশনা অনুযায়ী আগামীকাল (সোমবার) থেকেই অধস্তন আদালতে এবং হাইকোর্ট বিভাগে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুর রহমান।এর আগে শনিবার আদালতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০ জারি করা হয়।

অধ্যাদেশের ৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে, ফৌজদারি কার্যবিধি বা দেওয়ানী কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোনো আদালত এই অধ্যাদেশের ৫ ধারার অধীনে জারিকৃত প্রাকটিস নির্দেশনা সাপেক্ষে, অডিও, ভিডিও বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিচারপ্রার্থী পক্ষগণ বা তাদের আইনজীবী বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তি বা সাক্ষীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিতক্রমে যে কোনো মামলার বিচার বিচারিক অনুসন্ধান বা দরখাস্ত বা আপিল শুনানি, সাক্ষ্য গ্রহণ বা যুক্তিতর্ক গ্রহণ, আদেশ বা রায় প্রদান করতে পারবে। ৩(২) উপধারায় বলা হয়েছে, উপধারা-১ এর অধীনে অডিও, ভিডিও বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিচারপ্রার্থী পক্ষগণ বা তাদের আইনজীবী বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তি বা সাক্ষীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি বা ক্ষেত্রমতে দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে। আর অধ্যাদেশের ৫ ধারায় হাইকোর্ট বিভাগ থেকে প্রাকটিস

ছয়ের পাতায় দেখুন

দেশজুড়ে ৬২ হাজার ছাড়াল করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.): গোটা দেশজুড়ে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত। ৬২ হাজার ছাড়াল আক্রান্তের সংখ্যা। সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মহারাষ্ট্র।

রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রতর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে দেশজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২৯৩৯। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ১৯৩৫৮।রবিবার সকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১০৯।দেশজুড়ে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪১৪৭২। করোনায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে আক্রান্ত ২০,২২৮।এর পরেই রয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজের রাজ্য গুজরাট।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭৯৬। এদের পরেই রয়েছে দিল্লি ও তালিমনা ডু। সেখানে আক্রান্ত যথাক্রমে ৬৫৪২ এবং ৬৫৩৫। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন জানিয়েছিলেন, খারাপ পরিস্থিতির জন্যও ভারত প্রস্তুত।

মহারাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত ৭৮৬ জন পুলিশকর্মী

মুম্বই, ১০ মে (হি. স.): গোটা দেশে করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। এ বার মারণ এই রোগ থাবা বসাল মহারাষ্ট্র পুলিশের উপর।

রবিবার রাজ্যের পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, করোনায় এখনো পর্যন্ত ৭৮৬ জন পুলিশকর্মী আক্রান্ত হয়েছে। রবিবার সকালে মহারাষ্ট্র পুলিশের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে আক্রান্তদের মধ্যে ৮৮ জন আধিকারিক ও ৬৯৮ জন কনস্টেবল। আক্রান্তদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৩ জন আধিকারিক ও ৬৩ জন কনস্টেবল। এখনো পর্যন্ত করোনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যজুড়ে সক্রিয় আক্রান্ত পুলিশকর্মীর সংখ্যা ৭০৩। লক ডাউন চলাকালীন ২০০ বার পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে।এর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ৭৩২। ১০০ ডায়ালে ৮৭,৮৯৩ কলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল করোনায় নিহত পুলিশকর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হবে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে ওড়িশায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিন

ভুবনেশ্বর, ১০ মে (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন। রবিবার সকালে রাজ্যের গঞ্জম জেলায় মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনে।এদিন সকালে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে নতুন করে মারণ এই রোগে রাজ্যে ৫৮ জন আক্রান্ত হয়েছে। ফলে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫২। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ৪১ জনই গুজরাটের সুরাট থেকে সম্প্রতি রাজ্যে ফিরে এসেছিল। মার্চে রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছিল। ৫৮ জন আক্রান্তের মধ্যে ২৯ জন গঞ্জম, ১৫ বালাসোর, একজন ময়ূর ভঞ্জ, আঙ্গুলে আক্রান্ত ১৩। রাজ্যের ৩০ টি জেলার মধ্যে ২০ টিতে করোনা ছেয়ে গিয়েছে।রাজ্যে সক্রিয় ভাবে আক্রান্ত ২৮১। ৬৮ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

করোনা ঃ রাজ্যের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে, স্বনির্ভর হতে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। করোনার প্রভাব রাজ্যের অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফলবে বলে ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আর্থিক মন্দা আসবে। এই মন্দা থেকে বের হবার জন্য সবাইকে স্বনির্ভর হতে হবে। প্রথমে নিজর জীবন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে।

যার মাধ্যমে রাজ্যবাসীর জীবনযাপনে যাতে কিছুটা সহায়তা করা সম্ভব হয়।

তিনি প্রত্যেক পরিবারকে নিজের বাড়িতেই চাষাবাদ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, গবাদী পুশু চাষ, হাঁস, মুরগী, কলাগাছ ইত্যাদি চাষাবাদের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিটি বাড়িতে যদি এসব চাষবাদ করা যায় তাহলে বাজার থেকে এসব ক্রয় করতে হবে না। নিজের চাহিদার কিছু কিছু জিনষ বাড়িতেই পেয়ে যাবেন।

অন্যদিকে, তিনি করোনা পরিস্থিতিতে বহিঃরাজ্যে আটকা পড়া নাগরিকদের রাজ্যে নিয়ে আসার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাকে জনগণ যাতে মেনে নেয় তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যারা বহিঃরাজ্য থেকে আসবেন তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। তাদেরকে নিয়ে অবহেলা অবজ্ঞা না করার জন্য অনুরোধ করেছেন। তারাও তো এরাজ্যেরই নাগরিক। তারা বহিঃরাজ্যে সমস্যায় ছিলেন। তাই তারা ফিরে আসছেন। ভগৎ সিং যুব আবাসে করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলায় কেউ কেউ আপত্তি করছেন। এটা ঠিক না বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যারা আজ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

তারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। তারা বুঝতে পারেননি যে করোনা সংক্রমন কোন ঝড় বা তুফান কিংবা সাইক্লোনের মাধ্যমেও ছড়াবে না। এই ভাইরাস শুধুমাত্র সংস্পর্শের মাধ্যমেই ছড়াতে পারে। সর্বোপরী মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছেন করোনা যুদ্ধে জয়ী হবার লড়াইয়ে।

আগরতলা স্টেশন পৌঁছল পণ্যবোঝাই ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। রবিবার ট্রেনে রাজধানিতে পৌঁছুল পণ্য সামগ্রী। বর্তমান সময়ে ট্রাকে করে পণ্য আনতে বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছে। সেই সমস্যা ও সময় সাশ্রয় করতে ট্রেনে করে পণ্য আনা হয়। আগরতলা ষ্টেশনে এদিন পণ্য সামগ্রী বোঝাই ট্রেন এসে পৌছায়। লক ডাউনের নিয়ম নীতি মেনে আগরতলা ষ্টেশনে ৩৪ জন শ্রমিক পণ্য নামানোর কাজে হাত লাগায়। দূরত্ব বজায় রেখে কাজ কর্ম চলছে। তা তাদারকি করছে পার্সেল অফিসার ও আর পি এফ। ৩৫ টি গাড়িতে করে এই পণ্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয়। দুটি গাড়ি করে এই মাল লোডিং কাজ চলছে। দুটি গাড়ির লোডিং শেষে বেড়িয়ে যাওয়ার পর পুনরায় দুটি গাড়ি প্রবেশ করছে। এই নিয়মে চলছে লোডিং পক্রিয়া। ভীর এরাতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই বিষয়ে জানান বাধারঘাট রেল

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলা থেকে পরিযায়ী শ্রমিক ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কোটার উদ্দেশ্যে গেল বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। রাজস্থানের কোটায় পাঠরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যে এসে পৌঁছে গেছেন। দশটি বাসে করে তাদেরকে রাজ্যে নিয়ে আসা হয়। তাদের প্রত্যেককে কোয়ারেন্টাইন রাখা হয়েছে। তাদের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এখনো পর্যন্ত কারো দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মিলেনি। উল্লেখ্য রাজস্থানের কুটা থেকে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যেসব অভিভাবকরা এসেছেন তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন এ রাখা হয়েছে। সরকারি নিয়ম কানুন মেনেই তারা পরবর্তী সময়ে বাড়ি ঘরে ফিরে যাবেন। এদিকে রাজ্যে যেসব রাজস্থানের জনগণ অবস্থান করছেন তাদেরকে রাজস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। কোটা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যে দশটি বাস রাজ্যে এসেছে সেই বাসগুলো দিয়েই রাজস্থানের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজস্থানের কোটা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে আসলো বর্তমানে চোরাই বাড়িতে রয়েছে। এদিকে আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেসব রাজস্থানের নাগরিক অবস্থান করছেন তাদেরকে আগরতলা চন্দ্রপুর আইএসটি থেকে বাসে করে চোরাই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে চূড়াইবাড়িতে অবস্থানরত বাসগুলোতে করে তাদেরকে কোটার উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে। রাজস্থানের যেসব বাসিন্দা ত্রিপুরা থেকে বাসে করে কোটায় যাবেন তাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে। উল্লেখ্য রাজস্থানের যেসব বাসিন্দা ত্রিপুরা থেকে কোটা যাবেন তাদের যাতায়াত এর যাবতীয় খরচ ত্রিপুরা সরকার বহন করছে। এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈদিক ব্রাক্ষন সমাজের উদ্দ্যোগে শান্তিরবাজারেরগরীব লোকজনদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ মে।। লকডাউনের তৃতীয় পর্যায়ে শান্তির বাজারের লোকজনদের সাহায্যের হাত বাড়ীয় দিলো বৈদিক ব্রাক্ষন সমাজের সদস্যরা। শান্তির বাজারে এই প্রথমবারে মতো লোকজনে সহায়তায় ব্রাক্ষনরা এগিয়ে আসলো। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শান্তির বাজারের গরীব লোকজনদের হাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করলো বৈদিক ব্রাক্ষন সমাজের শান্তির বাজার শাখা কমিটির সদস্যরা। ব্রাক্ষনরা পূজা অর্চনার পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বকে করুনা ভাইরাসের প্রভাবথেকে মুক্তি দেবারজন্য ভগবানের নিকট র্পথনা করেন বলে জানান ব্রাক্ষন সমাজের সদস্যরা। আজকে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৈদিক ব্রাক্ষন সমাজের শান্তির বাজার শাখা কমিটির সম্পাদক জনার্দন চক্রবর্তী, সভাপতি বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, সম্পাদক শঙ্কর চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক প্রদীপ অধিকারী, কোষাধক্ষ্য রনজিৎ অধিকারী, নারায়ন আচার্যী, তপন চক্রবর্তী ও অন্যান্য সদস্যরা।

হিমাচল প্রদেশে করোনা তাণ্ডবে স্তব্ধ পর্যটন শিল্প

শিমলা, ১০ মে (হি. স.): হিমাচল প্রদেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত দুই। ফলে রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪। পাশাপাশি করোনার জেরে রাজ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পর্যটন শিল্প। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের স্পেশাল সেক্রেটারি নিপুণ জিন্দাল জানিয়েছেন, রাজ্যে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত দুই। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪। আক্রান্তদের মধ্যে দুইজনেই পেশায় গাড়ি চালক।এদের মধ্যে একজন পাঁচ জন যাত্রী নিয়ে কাংড়া জেলার বৈজনাথের দিকে যাচ্ছিল। অপর জন তিনজন যাত্রীদের নিয়ে মাণ্ডির দিকে যাচ্ছিল। এই দুই চালকরা লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয় বিলাসপুরে। এদের সংস্পর্শে আসাদের কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে। করোনায় এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার সংখ্যা ৩৫। রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত দুই।করোনার জেরে রাজ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পর্যটন শিল্প। হিমাচল প্রদেশ হচ্ছে অন্যতম পর্যটকদের মূল আকর্ষণ কেন্দ্র। বছরের ৩৬৫ দিনই দেশী-বিদেশী পর্যটকে ভরে থাকে হিমাচল প্রদেশ। কিন্তু করোনার জেরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পর্যটন ব্যবসা। তাই এ বার রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে বসল শিমলার হোটেলগুলির মালিক ও ট্যুর অপারেটররা।

দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৮১

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.): করোনার দৌরাত্ম্য অব্যাহত রাজধানী দিল্লিতে। মারণ এই রোগে নতুন করে আক্রান্ত ৩৮১। আম আদমি পার্টি শাসিত এই আধা রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯২৩।

দিল্লি সরকারের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ২০৬৯। ৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭৮১। ৮ মে মধ্য রাত থেকে ৯ মে মধ্যরাত ১২ পর্যন্ত নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৩৮১।উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্র, গুজরাটের পর করোনায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দিল্লি।

মাটির দেওয়াল ধসে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ মে।। মর্মান্তিক এক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে উদয়পুর মহকুমাধীন বাগমা বিধানসভা কেন্দ্র অধীন লক্ষীপতি এলাকায়। শনি পূজোর প্রসাদ খেয়ে ঘরে ফেরা হলো না এক শিশু কন্যার। বাড়ির ভগ্ন মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে মাটির চাপায় মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হলো ১২ বছরের এক নাবালিকার ন শনিবার রাতে পিত্রা পুলিশ ফাঁড়ির লক্ষ্মীপতি গ্রামের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায় ন ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার সন্ধ্যায় প্রিয়াঙ্কা মজুমদার তার প্রতিবেশী বাড়িতে শনি পূজার প্রসাদ খেতে গিয়েছিলো ন সেখান থেকেই বাড়ি ফেরার পথে নিজ বাড়িতে ভগ্নপ্রায় মাটির দেওয়াল ধসে পড়ে তার উপর। মাটি খুঁড়ে প্রিয়াঙ্কাকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মহারানী প্রাথমিক হাসপাতালে এবং পরে গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠানো হলে হাসপাতালেই প্রিয়াঙ্কার মৃত্যু ঘটে ন প্রিয়াঙ্কা ছিলো ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ন স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মৃত নাবালিকা কন্যার বাবা বিশ্বজিৎ মজুমদার বর্তমানে কর্মসূত্রে সৌদি আরবে রয়েছেন ন বাড়িতে প্রিয়াঙ্কার ছোট্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

দেওয়াল ধসে চাঞ্চল্য, প্রশাসনের তৎপরতায় উদ্ধার ১৪

মুম্বই, ১০ মে (হি. স.): দেশের বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ের কান্ডাভালি (পশ্চিম) বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে আটকে অনেকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও দমকল। পরে উদ্ধার কাজে নামানো হয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানদের। এখনো পর্যন্ত ১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার কাজ চলছে। উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার ভোরে কান্ডাভালির লালজি পাড়া এলাকায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।